বৈবাহিক সমস্যা ও কোরআনের সমাধান

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান
প্রফেসর ড. জেফরি লাং

1989
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

বৈবাহিক সমস্যা ও কোরআনের সমাধান

মূল
আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান
প্রফেসর ড. জেফরি লাং

অনুবাদ
ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
কানিজ ফাতিমা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

বৈবাহিক সমস্যা ও কোরআনের সমাধান

মূল
আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান
প্রফেসর ড. জেফরি লাং

অনুবাদ
ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
কানিজ ফাতেমা

ISBN : 984-70103-0029-0

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা -১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৯৫০২২৭
E-mail : biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, জিলহজ্জ ১৪৩১

মুদ্রণ : চৌকস প্রিন্টার্স

মূল্য : ৩০.০০ টাকা, US$ 02.00

Baibahik Somashwa O Qur'aner Samadhan, written by Abdulhamid Ahmad AbuSulayman, translated into Bengali by Dr. Abu Khaldun Al-Mahmood and Kaniz Fatema and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230, Bangladesh. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 880-2-8950227, E-mail: biit_org@yahoo.com, Web: www.iiitbd.org, Price: Tk. 30.00, U.S. $. 02.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) বাংলাদেশের একটি বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৯ সাল থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা ও বই প্রকাশ করে আসছে। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি)-এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও গবেষকগণের লিখিত বই বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, চিন্তাবিদ ও জ্ঞান পিপাসুদের বিশেষ সেবা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিআইআইটি'র অনুরোধে গবেষক কানিজ ফাতেমা বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান কর্তৃক ইংরেজীতে রচিত 'Marital Discord : Recapturing the Full Islamic Spirit of Human Dignity' বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং তরুণ গবেষক ও চিকিৎসক ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ আমেরিকান নও মুসলিম প্রফেসর ড. জেফরি লাং কর্তৃক লিখিত এবং 'Losing My Religion : A Call for Help' বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাদের দুইজনকেই এ মহৎ পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাদের দুইজনের অনুবাদকৃত পান্ডুলিপি একত্র করে আমরা 'বৈবাহিক সমস্যা ও কোরআনের সমাধান' নামে বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। বইটিতে আল কোরআনের *'দারাবা'* ইসুটি, যা এ সময়ের অত্যন্ত আলোচ্য বিষয়, যুক্তিতর্কসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটিতে তথাকথিত পুরুষদের দ্বারা যে নারী নির্যাতন হয় তার পথ যেমন রুদ্ধ হবে তেমনি 'ইসলামের ছিদ্রান্বেষীদের 'ইসলাম নারী নির্যাতন সমর্থন করে'-এই চিরায়ত অপবাদের পথও রুদ্ধ করবে বলে আশা করি। বইটি ইসলাম পিপাসু পাঠক, গবেষক ও চিন্তাবিদদের নিকট একটি সুখ পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন॥

ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

স্ত্রী পেটানো কি ইসলাম সমর্থন করে? -এ প্রশ্নটি দীর্ঘকাল ধরে ধর্মপরায়ণ শিক্ষিত মুসলিম নারীদের মনে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল। বিভিন্ন সময়ে সূরা নিসার এই *'দারাবা'* সংক্রান্ত ৩৪ নং আয়াতটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ একে 'চল্লিশ ঘা' আবার কেউ কেউ 'মৃদু আঘাত' বলেছেন। কিন্তু সব কটি ব্যাখ্যার সঙ্গেই শারীরিক আঘাত ব্যাপারটি জড়িত রয়ে গেছে। ফলে এর একটি সুস্পষ্ট প্রভাব আমাদের সমাজে দেখা যায়। কারণে অকারণে স্ত্রীকে আঘাত করা তাই অনেক মুসলিম পুরুষই তাদের অধিকার মনে করেন। অনেকে আবার একটু আগ বাড়িয়ে স্ত্রীকে পিটিয়ে শাসন করাকে নিজ পবিত্র দায়িত্ব মনে করেন।

শরীরের আঘাত শুধু শরীরের সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকেনা, তা মনের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শারীরিক আঘাত কম হোক বা বেশি হোক তা আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন যে কোন নারীর মনেই কঠিন অপমানবোধ তৈরী করে। এমনকি তা ঐ নারীর পুরুষ আত্মীয়দের মনেও কষ্ট দেয়। এ আঘাতে শরীরে দাগ পড়ুক কি নাই পড়ুক, নারীর মনে দাগ পড়বেই। শরীরের দাগ বা কষ্ট যত দ্রুত মিলিয়ে যায়, মনের এ দাগ বা কষ্ট তত দ্রুত মিলিয়ে যায় না। কাজেই বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান বলেছেন সূরা নিসায় ব্যবহৃত 'দারাবা' শব্দটির অর্থ 'পিটানো', 'প্রহার', এমনকি 'মৃদু আঘাত' হিসেবেও নেয়ার অবকাশ নেই। এর কারণ হিসেবে তিনি পেশ করেছেন কঠিন যুক্তি। তিনি তাঁর 'Marital Discord: Recapturing the Full Islamic Spirit of Human Dignity' বইতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আরবী অভিধানে 'দারাবা' শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্য সব অর্থ বাদ দিয়ে স্ত্রীর ক্ষেত্রে 'পিটানো' বা 'আঘাত করা' অর্থটি গ্রহণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, তা ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া কোরআনের ব্যাখ্যা আমাদের গ্রহণ করতে হবে রাসূল (সা.) এর জীবনী থেকে। রাসূল (সা.) এর জীবনে দেখা যায় স্ত্রীদের সঙ্গে বিরোধ বা সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি স্ত্রীদের কখনই আঘাত করেননি। বরং দু-দুবার এমন ঘটনায় তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আর তাহলো স্ত্রীদের থেকে দুরে সরে যাওয়া। কাজেই সুন্নাহ অনুযায়ী 'দারাবা' শব্দটির অর্থ 'আঘাত করার' তুলনায় 'দূরে সরে যাওয়া' বা 'সাময়িক দূরত্ব বজায় রাখা' বেশি সামঞ্জস্যশীল।

প্রবন্ধে আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান দু'টি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। প্রথমতঃ সূরা নিসার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতকে (যাতে এই শাস্তির ব্যাপারটি বিধৃত হয়েছে) বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখা করা যাবে না। তিনি বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখার সময় কোরআনের অন্যান্য আয়াত বিশেষ করে সূরা রূমের ২১ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ্ পারস্পরিক দয়া ও ভালবাসাকে বিবাহের উদ্দেশ্য হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তা বিবেচনায় আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অতীতে পরিবারে নারীদের ভূমিকা এক রকম ছিল। অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে তারা বিরত থাকত। অন্যদিকে পুরুষরা অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করত। অর্থনৈতিক ব্যাপারে পুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা নারীদেরকে ক্ষমতাহীন করে রাখতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে

www.pathagar.com

পরিবারে নারী ও পুরুষের এ ভূমিকার অনেক পরিবর্তন এসেছে। পুরুষের উপর নারীর অসহায় নির্ভরশীলতা কমেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নারীদের উপর পুরষের একচ্ছত্র ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে পরিবারের কোন সমস্যা সমাধানে বা স্বামী-স্ত্রীর কোন বিরোধ নিরসনে পরিবারের এই কাঠামোকে বিবেচনায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান এর এ ধারণাটি ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যার সঙ্গেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ ইবনে আব্বাস স্বামীদেরকে সাবধান করেছেন যে, তাদের রাগের বহিঃপ্রকাশ যেন কয়েকটি মেসওয়াকের আঘাত বা অনুরূপ কোন কিছুর আঘাতের বেশি কিছু না হয়। অর্থাৎ তিনিও 'দারাবা'কে পিটানো অর্থে নেননি [মেসওয়াক দিয়ে পিটানো সম্ভব নয়]। আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান মিসওয়াকের মৃদু আঘাতকেও সমর্থন দেননি বরং তিনি বলেছেন, একটি কঠিন বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও পুনরায় মিলন ঘটানোর এ প্রেক্ষাপটে 'দারাবা' শব্দটির যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত তা হল 'বাড়ি থেকে চলে যাওয়া' (to leave the marital home), অথবা 'স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়া' (separate from her)।

এমন একটি বিতর্কও ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বা অবাধ্যতার (নুশুজ) পরিপ্রেক্ষিতে 'মৃদু শারীরিক আঘাত' এর বিধান দেয়া হয়নি, বরং এটা এসেছে স্ত্রী কর্তৃক অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ স্ত্রী অবৈধ শারীরিক সর্ম্পকের দোষে দুষ্ট হলে সীমিত শারীরিক আঘাতের কথা বলা হয়েছে। নুশুজ এর ক্ষেত্রে শারীরিক আঘাত প্রযোজ্য নয়।

একজন কর্তৃক অন্য একজনের প্রতি শক্তি প্রদর্শনের প্রশ্ন তখনই আসে, যখন একজনকে অন্যের উপর ক্ষমতাবান মনে করা হয়। অর্থাৎ একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তিই (Powerful) তার থেকে কম ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির উপর তার শক্তি বা ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে, তাদের প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন করে না। কাজেই দায়িত্বশীল (Responsible) ও ক্ষমতাশীল (Powerful) শব্দ দুটির মধ্যে সুস্পষ্ট ও গভীর পার্থক্য রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায়, স্বামী-স্ত্রীর অবস্থান ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষমতাবান ও অধস্তনের সম্পর্ক, নাকি দায়িত্বশীল ও দায়িত্বের আওতাধীন ব্যাক্তির সম্পর্ক? ক্ষমতার সঙ্গে শ্রেণী বিন্যাসের কথাটিও চলে আসে। সমাজে ক্ষমতাশীল কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিরা উঁচুশ্রেণীর বা উঁচুস্তরের Status পায় আর ক্ষমতাহীনরা নিম্নশ্রেণীভুক্ত হয়। সে হিসেবে পুরুষরা বা স্বামীরা যদি ক্ষমতাশীল বা কর্তৃত্বশীল হন, তবে স্বাভাবিকই এই চিত্র ফুটে উঠে যে, মানবজাতি দু'টি স্তরে বিভক্ত- ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ ও ক্ষমতাধীন নারী। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়-'ইসলাম কি এরূপ স্তর বিন্যাস সমর্থন করে'? শুধুমাত্র পুরুষ হবার কারণে কেউ উত্তম এবং নারী হবার কারণে কেউ উত্তম শ্রেণীভুক্ত নয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তরভুক্ত, ইসলাম এরূপ কোন কিছুকে সমর্থন করে কি?

www.pathagar.com

ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নারী ও পুরুষ মানুষ হিসেবে সমান। কেউ উত্তম বা কেউ অধম নয় (৪:১; ৭:১৮৯; ৩৩:৩৫; ৯:৭১) । শুধুমাত্র নারী বা পুরুষ হবার কারণে কেউ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেনা। বরং যে যত বেশি আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে সচেতন, সেই তত উত্তম। আল্লাহ বলেন: "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তাক্ওয়ার দিক দিয়ে উত্তম" (আল-কোরআন ৪৯-১৩)। তাছাড়া ক্ষমতাশালী শব্দটির সঙ্গে নির্যাতন শব্দটির একটি সংযোগ রয়েছে। অপরপক্ষে, দায়িত্বশীল শব্দটির সঙ্গে রয়েছে সহানুভূতি শব্দটির সংযোগ। দায়িত্বশীল শব্দটির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্তর বিন্যাসও নেই। যেমন একজন প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী তার নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এক্ষেত্রে দেহরক্ষীর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, প্রেসিডেন্টের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব নয়। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্বস্থানের দায়িত্ব দান করেছে। ইসলাম তাকওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেনি। দায়িত্ব ও ক্ষমতার আলোচনা এই জন্য করলাম যে, পেটানো বা নির্যাতনের সাথে এ শব্দ দু'টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। স্বামী নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করলে তার মধ্যে পেটানো বা নির্যাতনের স্পৃহা তৈরি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করলে তার মধ্যে এ ধরনের মনোভাব তৈরি তো হবেই না, বরং স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার মধ্যে তাগিদ তৈরি হবে। ইসলাম মূলত: স্বামীকে তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। স্বামীকে স্ত্রীর উপরে ক্ষমতা প্রদর্শন বা স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কোরআনের অন্যান্য আয়াত ও মেজাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের 'কাওয়াম' শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যা কি হবে? আমাদের মনে রাখতে হবে সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের শেষাংশেই 'দারাবা'র কথা এসেছে। যে 'কাওয়াম' শব্দটি এখানে এসেছে তার ব্যাখ্যার সঙ্গে 'দারাবা'র সঠিক ব্যাখ্যা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান এ আয়াতটির অর্থ করেছেন এভাবে:

"Men are the protectors and maintainers of women, because God has given the one more than the other, and because of the sustenance they provide from their own means" (4:34)

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'স্বামীটি রক্ষক' (Protector) অর্থ হল স্ত্রীকে সাহায্য করা ও তার ভরণপোষণ প্রদান করা তার দায়িত্ব *(তাহসীব লিসান আল আরব, ইবনে মানযুর)*। পরিবারে রক্ষণাবেক্ষণকারী (Maintainer) বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে দায়িত্বে রয়েছে *(আল মুযাম আল ওয়াসিত)*। কাওয়াম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে কার্যনির্বাহি করে (Execute) *(আল মুনযিদ ফী আল-লুঘাহ ওয়া আল আলাম)*।

মুহাম্মদ আসাদ এ আয়াতটির অর্থ করেছেন এভাবে:

"Men shall take full care of women with the bounties which God has bestowed more abundantly on the former than on the later" (4:34)

www.pathagar.com

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'কাওয়াম' শব্দটি 'কিয়াম' থেকে, এর অর্থ "যে দায়িত্বে থাকেন বা যিনি যত্ন নেন" "one who is responsible for or takes care of"। (The Message of The Qur'an, p.109)

যেহেতু কাওয়ামাহ অর্থ পরিবারের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, সেহেতু মনে রাখা জরুরী যে, একজন স্বামী যখন এই দায়িত্ব পালন করছেন, তখন তিনি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এবং এটি একজন নারীকে তার নিজের প্রতি ও সন্তানদের সঠিক পরিচর্যার প্রতি মনোযোগী হতে সুযোগ করে দেয়। মূলত: সন্তান ধারণ ও লালন পালনের কাজটি যেহেতু প্রাকৃতিক ভাবেই নারীর কাঁধে, সেহেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্বটি আল্লাহ পুরুষের কাঁধে দিয়ে পারিবারিক দায়িত্বে একটি ভারসাম্য এনেছেন। এভাবেই আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব দিয়েছেন, স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিক আঘাত করার ক্ষমতা প্রদান করেন নি।

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান তাঁর Marital Discord: Recapturing the Full Islamic Spirit of Human Dignity বইতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তার ব্যাখ্যাটি শিক্ষিত, সচেতন ও সম্মানবোধসম্পন্ন মুসলিম নারীদের মন ও মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি একদিকে যেমন সুযোগ সন্ধানী কিছু পুরুষের নির্যাতনের সব পথ বন্ধ করে দেয়, তেমনি ইসলামের ছিদ্রান্বেষীদের 'ইসলাম নারী নির্যাতন সমর্থন করে'– এই চিরায়ত অপবাদের পথও রুদ্ধ করে। কাজেই এটা সময়ের দাবী যে, মুসলিমরা 'দারাবা'র' এই ব্যাখ্যাটি জানবেন ও বিবেচনায় আনবেন। সেই বিবেচনায় এই বইটির বাংলা অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি। সবাই হয়তো এ ব্যাখ্যার সাথে একমত হবেন না। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি অবশ্যই অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলোর পাশাপাশি তার শক্ত অবস্থান করে নেবে। এ ব্যাখ্যাটি নারীদের প্রতি ইসলামের সম্মান সূচক দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি স্বাক্ষর বহন করবে।

এটা সর্বজনবিদিত যে, একটি ভাষার শব্দের হুবহু অর্থ অনেক সময়ই অন্য ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমি পরিস্কার ভাবে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কিছু শব্দের বাংলা অর্থের সাথে সাথে ইংরেজী শব্দও উল্লেখ করেছি। সর্বোপরি আমি পাঠকদের সুবিধার্থে প্রবন্ধটির হুবহু নয় বরং সরল অনুবাদ করেছি। সবাই উন্মুক্ত মন ও যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রবন্ধটি পাঠ করবেন- এমন আশা করি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন॥

১০ ডিসেম্বর, ২০০৮
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা–১২০৫

কানিজ ফাতিমা
সহকারী অধ্যাপক
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা	০৯
দারাবার বিভিন্ন ব্যাখ্যা	১১
উপসংহার	২০
উল্লেখযোগ্য নোট	২১
দারাবা ইস্যু প্রসঙ্গে : কিছু ব্যাখ্যা	২৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমরা যখন স্ত্রীদের শাস্তি প্রদান (Chastisement) এবং এর ফলে সৃষ্ট আঘাত, কষ্ট ও অপমানের ব্যাপারটি বিবেচনা করবো তখন একটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে কষ্ট, ভয় বা উদ্বেগ এর (suffering, fear and anxiety) পরিণাম হল ঘৃণা, বিচ্ছিন্নতা ও অনীহা (hate, isolation, apathy)। পক্ষান্তরে ভালবাসা, সম্মান ও বিশ্বাস (love, respect, trust) এর পরিণাম হল সহৃদয়তা, ত্যাগ ও উৎসাহ (Charity, dedication, and enthusiasm)।

আমাদের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিগত কয়েক শত বছর ধরে মুসলিম উম্মাহকে কঠিন দমন ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। এর ফলে স্বৈরশাসন ও ক্ষমতার সুবিধা ভোগের (বা অপপ্রয়োগের) একটি সংস্কৃতি ও মানসিকতা এ উম্মাহর মধ্যে তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ সমাজেই এ সংস্কৃতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলোর (state police or security apparatus) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি সমাজের সাধারণ সংস্কৃতিরও অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সমাজে দূর্বল অংশের উপর সবল অংশ ক্ষমতা ও শক্তি প্রদর্শন করে। অথচ এ সংস্কৃতিটি ইসলামের মূল স্পিরিটের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে সুন্নাহ হল "মুসলিম উম্মাহ একটি ইমারতের মত, যার এক অংশ অন্য অংশকে দাঁড় করিয়ে রাখে।" "মুমিনদের উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহের মত, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে অন্য সব অঙ্গ মিলে ঐ অঙ্গের সুস্থতার জন্য কাজ করে।"

হাদিসে এসেছেঃ "প্রতিটি মুসলিম একে অন্যের ভাই। কাজেই তারা একে অন্যকে নির্যাতন, অপমান বা ত্যাগ করবে না। একজন মুসলিমের অন্যায়ের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে ছোট (বা অপমান) করবে।"

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহমত করেন না, যে অন্যকে দয়া দেখায় না।"

"আল্লাহ তার দয়ালু বান্দাদের উপরই রহমত করেন।"

"একজন ঈমানদার কখনওই অপবাদ রটনাকারী, মানুষকে নিয়ে ঠাট্টাকারি বা অশ্লীল ও অশালীন হতে পারে না।"

"ঈমানদারদের মধ্যে তার ঈমানই সর্বাপেক্ষা মজবুত, যার নৈতিকতা সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার পরিবারের প্রতি উত্তম।"

একটি হাদীসে উল্লেখ্য আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) একজন ব্যক্তিকে কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন, কারণ সে তার স্ত্রীকে পিটিয়েছিল। "যে তার স্ত্রীকে ভৃত্যের মত পেটায় আবার তার সঙ্গে শুতে লজ্জাবোধ করেনা।" (বুখারী, Vol-6)। মুসলিম শরীফে (Vol-6) উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর পথে জিহাদ ব্যতীত হযরত (সা) কোন নারী , ভৃত্য অথবা কোন ব্যক্তির উপর কখনও হাত তোলেননি। এমনটি যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও শত্রুপক্ষের নিরীহ নারীদের প্রতি আঘাত করা নিষিদ্ধ ছিল। রাসুল (সাঃ) আরও বলেছেন "তোমাদের মধ্যে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের নির্যাতনের ব্যাপারে

www.pathagar.com

রাসুলের পরিবারের কাছে শোক প্রকাশ করতে আসে। এই নির্যাতনকারী স্বামীরা কখনও উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ, Vol-8 No-2146, P-608)

সূরা নিসায় ব্যবহৃত 'দারাবা' এর সঠিক ধারণা পেতে হলে আমাদের ইসলামের এই সাধারণ মূলনীতিগুলোর আলোকে বিষয়টিকে দেখতে হবে। এবং এর সাথে সাথে বর্তমান আধুনিক সময়ে মুসলিম পরিবারগুলোর কাঠামোকেও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

এখানে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ–

প্রথমত, সূরা নিসার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতকে (যাতে এই শাস্তির ব্যাপারটি বিধৃত হয়েছে) বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখা করা যাবে না। এ আয়াতের ব্যাখার ভিত্তি হতে হবে সূরা রূমের ২১ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ পারস্পরিক দয়া ও ভালবাসাকে বিবাহের উদ্দেশ্য হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

> "আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে *পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া* সৃষ্টি করেছেন।" (আর রূম–২১)

শুধু বিবাহের ক্ষেত্রে, নয় এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের সময়ও নারীকে অসম্মান করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

> "আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা *সহানুভূতির সাথে* তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না । আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের ক্ষতি করবে।" (বাকারা–২৩১)

যেখানে বিবাহের ভিত্তি সম্প্রীতি ও দয়া এবং এই বিবাহের সমাপ্তিতেও নারীর প্রতি সহানুভূতি ও সম্মানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে বিবাহকালীন সময়ে সম্পর্ক ধরে রাখার মাধ্যম হিসেবে আঘাত ও মানসিক যন্ত্রণাকে ব্যবহার ঠিক সামঞ্জস্যশীল মনে হয় না।

দ্বিতীয়ত ঃ অতীতে পরিবারে নারীদের ভূমিকা এক রকম ছিল। তখন মহিলাদের সকল কার্যক্রম পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে তারা বিরত থাকতেন। অন্যদিকে পুরুষরা অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করত। পুরুষদের এই অর্থনৈতিক শক্তি তাদেরকে বাড়তি ক্ষমতা প্রদান করত। অর্থনৈতিক ব্যাপারে পুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা নারীদেরকে ক্ষমতাহীন করে রাখতো, ফলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তারা পুরুষদের উপর নির্ভর করতো। কিন্তু বর্তমানে এ চিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবারে নারী ও পুরুষের এ ভূমিকায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। পুরুষের উপর নারীর অসহায় নির্ভরশীলতা কমেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নারীদের উপর পুরষের একচ্ছত্র ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রও হ্রাস পেয়েছে। কাজেই বর্তমান সময়ে পরিবারের কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বা স্বামী–স্ত্রীর কোন বিরোধ নিরসনে পরিবারের এই কাঠামোকে বিবেচনায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

www.pathagar.com

দারাবা'র বিভিন্ন ব্যাখ্যা

'দারাবা'র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। ইবনে আব্বাস দারাবার ব্যাখ্যা করেছেন "মিসওয়াক বা মিসওয়াকের ন্যায় কোন কিছুর (যেমন টুথব্রাশ বা পেন্সিলের) হালকা আঘাত"।

অন্যদিকে কিছু ইসলামী আইনবিদ ফতোয়া দিয়েছেন যে, "বিশটি বা চল্লিশটির বেশী আঘাত করা (পিটানো) যাবে না"।

অনেকে বলেছেন শুধু মাত্র মেরে ফেলা বা আহত করা ছাড়া সবই সিদ্ধ (wounds and murder)।

যদি আমরা দারাবার ব্যাখ্যা মিসওয়াক বা মিসওয়াকের ন্যায় কোন কিছুর (যেমন টুথব্রাশ বা পেন্সিল) হালকা আঘাত হিসেবে নেই যেমনটি ইবনে আব্বাস নিয়েছেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি দ্বারা 'শাস্তি প্রদান' কে বোঝায় না। বরঞ্চ এরূপ হালকা আঘাত [যা কোন ব্যাথা বা আতঙ্কের সৃষ্টি করে না] স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অসন্তোষ ও হতাশা বোঝানোর একটি বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। স্পর্শ বা জড়িয়ে ধরা দ্বারা যেমন সম্পর্কের উষ্ণতার বহিঃপ্রকাশ হয়, তেমনি এরূপ হালকা আঘাত দ্বারা অবহেলা ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যেহেতু পিটানো বা শাস্তি প্রদানের সঙ্গে নির্যাতন ও কষ্ট জড়িত, আর হালকা মিসওয়াক জাতীয় জিনিসের আঘাতে এসবকিছু অনুপস্থিত, তাই এই ব্যাখ্যাটি ইসলামের মূল স্পিরিটের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য ব্যাখ্যা দু'টি অপেক্ষা বেশী যুক্তিসঙ্গত ও বেশী গ্রহণযোগ্য।

অন্যদিকে কিছু ইসলামি আইনবিদ যারা ফতোয়া দিয়েছেন যে, "বিশটি বা চল্লিশটির বেশী আঘাত করা যাবে না" তারা ইবনে আব্বাসের মত এ বিষয়টিতে গভীর চিন্তার স্বাক্ষর রাখেননি। দারাবা শাস্তি প্রদানের মাধ্যম নাকি অসন্তোষ প্রকাশের মাধ্যম সেটি তারা বিবেচনায় আনেননি, এ আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রী নির্যাতন বা স্ত্রীকে কষ্টদানের অনুমোদন দিয়েছেন, নাকি স্বামীর অসন্তোষের সুষ্ঠু বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে স্ত্রীকে সাবধান করার যুক্তিসঙ্গত পন্থা বাতলে দিয়েছেন, সেটি তারা খুঁজে দেখেননি। তারা এমনকি এই আঘাতের সীমা কতটুকু হবে তাও নির্ধারণ করেননি। শরীরের কোন কোন অঙ্গে আঘাত করা যাবে বা যাবে না, হাড় ভাঙ্গা যাবে কি যাবে না, এমনকি এ আঘাত সহ্য করার জীবনী শক্তি তার আছে কি না, সে সম্পর্কে তারা কোনই নির্দেশনা দেননি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত ও চিন্তাশীল। কিন্তু তারপরও দেখা গেছে ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাতেও একটি ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ রয়ে গেছে, যার কারণে অতীতে এবং বর্তমানেও এই ব্যাখ্যার সুযোগ গ্রহণ করে অনেক নির্যাতনকারী স্বামী তাদের অন্যায় আচরণের পক্ষে যুক্তি পেশ করে। তারা টুথব্রাশ বা এর মত ছোট কিছুর শর্তটিকে গায়েব করে দিয়ে আঘাত করা যাবে এটুকুকেই মাথায় ও মগজে গেথে নেয়। কাজেই দারাবার ব্যাখ্যায় এমন কোন সুযোগ রাখা ঠিক নয় যাতে দারাবার ভুল অর্থ গ্রহণ সম্ভব হয়, এর

www.pathagar.com

অপব্যাবহারের সুযোগ থাকে এবং নিজেদের অন্যায় আচরণকে যায়েজ করার পক্ষে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। আর এ কারণেই আমি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছি।

বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি স্পষ্টতঃই দেখতে পেলাম কোরআনে ব্যবহৃত আরবী মূল ক্রিয়া দারাবা কে পূর্ণবয়স্কদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে বা স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্যে ফিরিয়ে আনার মাধ্যম হিসেবে নেয়ার ক্ষেত্রে যদি এর অর্থ বা ব্যাখ্যা 'কষ্ট, অপমান, বা দৈহিক ব্যথা' হিসেবে নেয়া হয়– তবে তাতে সমস্যার সৃষ্টি হবে, এক্ষেত্রে সে ব্যথা বা কষ্টের পরিমাণ বেশি বা কম যাই হোক না কেন। যদি ব্যাপারটি এমন হত যে, যেকোন পরিস্থিতিতেই একজন মুসলিম নারী বিবাহ বন্ধন টিকিয়ে রাখতে বাধ্য থাকত, কোন অবস্থাতেই সে স্বামীকে তালাক দিতে পারত না বা স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাইতে পারত না, তবে সেক্ষেত্রে স্বামীর সব আচরণই সে সহ্য করতে বাধ্য থাকতো। ফলে তাকে স্বামীর সব আদেশই মাথা পেতে নিতে হত। ব্যাপারটা এমন হলেই কেবল 'কষ্ট, অপমান, বা দৈহিক আঘাত' হিসেবে দারাবা বৈবাহিক সমস্যা সমাধানে অথবা অন্ততঃ বৈবাহিক সমস্যা কমানোর ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী পন্থা হত। কিন্তু আমরা জানি যে শরীয়তে ব্যাপারটি এমন নয়। শরীয়ত চাপ প্রয়োগ বা বাধ্য করাকে নয় বরং ভালবাসা ও সহানুভূতিকে পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার মাধ্যম করেছে। এভাবে ইসলাম পরিবারের সদস্য (স্বামী বা স্ত্রী) হিসেবে থাকা বা না থাকা তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে; এক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগ, অবদমন বা নির্যাতনকে ইসলাম সমর্থন করেনি। স্বামী–স্ত্রী হিসেবে থাকা যদি দুজন নর–নারীর জন্য কল্যাণকর না হয়, তবে ইসলাম দু-জনকেই অধিকার দিয়েছে তারা ইচ্ছা করলে এ সম্পর্কের অবসান ঘটাতে পারে। কেননা ঘৃণা, ঝগড়াঝাটি ও তিক্ততার সম্পর্কের থেকে পৃথক বসবাস (separation) অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য কম ক্ষতিকর। আর এজন্যই শরীয়ত স্বামী ও স্ত্রীকে তালাক ও খোলার অধিকার দান করেছে।

> "আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে দেয় তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে।" (সূরা বাকারা আয়াত–২৩১)

চাপ প্রয়োগ করা বা শারীরিক আঘাত কখনই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি করতে ও বজায় রাখতে সহায়ক হয় না। এটি তাদের সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধিতে বা পারস্পরিক আস্থা তৈরিতে কোনভাবেই সহায়ক ভূমিকা রাখেনা।

www.pathagar.com

সূরা নিসার ৩৪-৩৫ নং আয়াতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ ও সমস্যার সমাধান ও তাদের পুনঃসম্পর্ক স্থাপনের জন্য দু'টি পন্থার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

প্রথম পন্থা হল ঃ স্বামী–স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ কোন রকম মধ্যস্থতাকারী বা তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ছাড়াই নিজেরা মিটিয়ে ফেলবে। এই পদক্ষেপটি স্বামী গ্রহণ করবেন এবং তিনি তিনটি পর্যায়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবেন ঃ

১. স্ত্রীকে মৌখিকভাবে বোঝানো
২. তার থেকে বিছানা পৃথক করা
৩. সবশেষে দারাবা করা ।

দ্বিতীয় পন্থা হল ঃ যখন স্বামীর এই তিনটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে তখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই নিজ নিজ পরিবার থেকে একজন করে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবেন, যারা তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে, তাদেরকে উপদেশ দেবে।

> "যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছু অবহিত।" (সূরা নিসা– আয়াত ৩৫)

আল কোরআনের এই সব কটি উপদেশেরই মূল উদ্দেশ্য হল ঃ কার্যকরিভাবে গঠনমূলক পন্থায় (Using positive initiatives and in an effective manner) স্বামী– স্ত্রীর মধ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কাজেই যখন স্ত্রী [স্বামী ও সংসারের প্রতি] প্রকাশ্য অবজ্ঞা, উপেক্ষা বা অবহেলা প্রদর্শন করে (নুশূজ) তখন আল কোরআন স্বামীকে আদেশ করেছে স্ত্রীকে উপদেশ দিতে, অনুরোধ ও অনুনয় করতে এবং প্রয়োজনে ভর্ৎসনা করতে (Communicate)। এর মাধ্যমে সে তার কথা ও চিন্তাগুলো স্ত্রীকে বলতে ও বোঝাতে পারবে। এ যোগাযোগের মাধ্যমে দু'জনের ভেতরকার পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, সম্ভাব্য সমাধানগুলো বের হয়ে আসবে। এভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে স্বামীটির সদিচ্ছা স্ত্রীর কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে। এজন্যই বৈবাহিক সমস্যায় বা বিবাদে সমাধানের জন্য প্রাথমিক পন্থা হিসেবে আলোচনা (dialogue) করা, মতামতের আদান প্রদান করা ও উপদেশ দেয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে স্ত্রীর মধ্যে বিবেক ও যুক্তিবোধ বা কান্ডজ্ঞান (reason and rationality) জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

যদি স্ত্রী তার নিজের অজ্ঞতা বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিকতার কারণে এ ধরনের উপদেশে কোন কর্ণপাত না করে, তখন স্বামীটিকে আর এক ধাপ সামনে আগাতে হবে। এমতাবস্থায় তার উচিত হবে স্ত্রীর সঙ্গে একই বিছানায় না থেকে বরং পৃথক বিছানায় শোয়া। অর্থাৎ বিছানা পৃথক করা। এটা এজন্য করা দরকার যাতে স্ত্রী পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়। স্ত্রী যাতে এমনটা ভাবতে না পারে যে, স্ত্রীর প্রতি

www.pathagar.com

দুর্বলতা বা তাকে কাছে পাবার আকর্ষণের কারণে স্বামীটি তার এরূপ অবহেলা, অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকে মেনে নেবে। বরং স্ত্রীর প্রতি এ অবহেলা বা আগ্রহের অভাব (lack of interest) দেখালে স্ত্রীর সে ভুল ধারণা ভাঙ্গবে এবং সে সমস্যার গভীরতা ও এর পরিণামের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারবে। এর ফলে স্ত্রীও একটি সুযোগ পাবে তার এরূপ অবহেলা ও বিরোধী প্রতিকুল আচরণ পরিত্যাগ করার ও পুরো ব্যাপারটি নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার। সে বুঝতে পারবে যে, সে একটি সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে; তাকে এ বিবাদ মীমাংসা করে পুনরায় ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক তৈরির একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি এটা উপলব্ধি না করতে পারে এবং একগুয়েমীভাবে তার আগের আচরণে বহাল থাকে, তবে এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন পরিবারটির ভাগ্যের দিগন্তে উঁকি দিয়েছে।

এমনই এক কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একটি অপরিহার্য প্রশ্ন হল ঃ দুই পরিবারের মধ্যস্থতাকারীদের সাহায্য চাওয়ার পুর্বে এমন কি করা যেতে পারে, যাতে স্বামী ও স্ত্রী তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক যে কঠিন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং বিবাহ ভেঙ্গে যাবার পূর্বেই তারা এ ভয়াবহতা পরিমাপ করতে পারে? আল কোরআন সূরা নিসায় এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে, তাহল দারাবা। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, দারাবার সঠিক ব্যাখ্যা কি? এজন্য প্রেক্ষাপটটি মনে রাখতে হবে। এখানে প্রেক্ষাপটটি এমন যে, দু 'জন বিবাদমান বা সমস্যা আক্রান্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনঃসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে, স্বামীটি শান্তি স্থাপনের ও বনিবনার জন্য মৌখিকভাবে প্রচেষ্টা করেছেন, বিছানা আলাদা করার মাধ্যমে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমন প্রেক্ষাপটে 'দারাবার' ব্যাখ্যা কি হতে পারে সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে দারাবার অর্থ কি 'আঘাত করা' (Slap, hit, flog, strike), 'শারীরিক শাস্তি প্রদান' হবে যা কষ্ট, ব্যথা ও অপমানের জন্ম দেয়? যদি তাই হয় তবে এরূপ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার বা দমনের উদ্দেশ্য কি? শারীরিক আঘাত বা অপমানের মাধ্যমে দমন কি ভালবাসা বা আনুগত্য তৈরীতে সহায়ক হয়? বা এর মাধ্যমে কি একটি পারিবারিক সম্পর্ক ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? ইসলাম যেখানে স্বামীর নির্যাতনমূলক আচরণের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে বৈবাহিক সম্পর্ক অবসানের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দিয়েছে সেখানে এরূপ দমন কি স্ত্রীকে আরও বেশি সেদিকে (তালাক বা খুলা) ঠেলে দিবে না? আর যদি তাই হয়, তবে কি এক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগ, দমন বা আঘাতের কোন সুযোগ রয়েছে, যা পরিবারকে পুনঃগঠনের পরিবর্তে বরং ভাঙ্গার দিকে আরও ঠেলে দেবে?

কাজেই দারাবা ক্রিয়াটির অর্থ যদি শারীরিক বা মানসিক আঘাত না হয় (স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি তাদের নির্দয় ব্যবহারের পক্ষের যুক্তি হিসেবে কোরআনের এই শব্দটির অর্থকে এভাবে ভুলভাবে ব্যবহার করেন) তবে এর অর্থ কি হতে পারে? দ্রুত মন্তব্য বা

www.pathagar.com

উপসংহারে না গিয়ে এই ব্যাপারটিকে বিস্তারিতভাবে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে এর অর্থ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। কোরআন দারাবাকে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে পুণর্মিলনের একটি পন্থা হিসেবে সুপারিশ করেছে, যাতে করে তাদের মধ্যে ভালবাসা, দয়া ও অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। অর্থাৎ দারাবা একটি মাধ্যম, যাতে তাদের মধ্যে ভালবাসা, দয়া ও ঘনিষ্ঠতা পুনঃ স্থাপিত হয় এবং বিয়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। কোরআন দারাবাকে এ উদ্দেশ্য পূরণের সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে সুপারিশ করেনি। এরপরেও আর একটি ধাপ রয়েছে। তাহল–স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা। এথেকেও বোঝা যাচ্ছে দারাবার উদ্দেশ্য ভালবাসা, দয়া ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন। সন্ত্রাস, আঘাত বা ব্যথার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নয়। কাজেই কোরআনের সুপারিশ যদি সন্ত্রাস, আঘাত বা ব্যথার পক্ষে কোন অজুহাতকেই সমর্থন না করে, তবে এই ক্রিয়াটির সঠিক ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

দারাবা ক্রিয়াটি আল কোরআনে সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– "আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।" (১৬ঃ৭৫)

আবার এটি অকর্মক ক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে– "তোমরা যখন যমীনে সফরে বের হও" (৪ঃ১০১)

এক্ষেত্রে একটি সহযোগী অব্যয় ক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

দারাবা সম্পর্কে ধারণা করা বা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে ভুল অর্থ নেবার সুযোগ রাখা ঠিক নয় এবং এই ধরনের অপব্যবহার বা এর দ্বারা অসদাচরণের কোন সুযোগ রাখাও ঠিক নয়। এরূপ সতর্কতা শরীয়াহর প্রকৃত উদ্দেশ্য ভালবাসা, দয়া ও সম্মান হবে পরিবারের ভিত্তি এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কাজেই আমি পুরো ব্যাপারটিকে (Methodological framework) এর ভিতরেও পুনর্বার নতুনভাবে চিন্তা করেছি। এক্ষেত্রে আল্লাহর বাণীর শাশ্বত চরিত্রকে সামনে রেখেছি, ধর্মীয় আদর্শকে (Divine norms) বোঝার প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছি। সময় ও স্থানের স্বতন্ত্রতা বা ভিন্নতা উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব এবং নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখেছি। যার ফলে আমি কোরআনে দারাবা শব্দের ভিন্ন অর্থ এবং এর উৎপত্তিকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কেননা কোরআনকে কোরআন দিয়েই ব্যাখ্যা করা সর্বাপেক্ষা উত্তম উপায়। কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই আল্লাহর বাণী কোরআন দিয়ে এবং শরীয়াহ্‌র সাধারণ মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য দ্বারা এর সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। আল কোরআনে দারাবা শব্দটির বিবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করলে এর প্রায় সতেরটি অর্থ পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে বিভিন্নভাবে দারাবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ আর একটি *দৃষ্টান্ত* পেশ করেছেন (১৬ঃ৭৬, ১১২, ৬৬ঃ১১)

"যখনই মরিয়ম তনয়ের *দৃষ্টান্ত* বর্ণনা করা হল, তখনই তাদের সম্প্রদায় হট্টগোল শুরু করে দিল।" (৪৩ঃ৫৭)

www.pathagar.com

"দেখ তারা তোমার কি *উপমা* দেয়। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।" (১৭ঃ৪৮)

"তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে " (৩ঃ১১২)

"তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে *আঘাত* করতে প্রাণ হরণ করবে?" (৪৭ঃ২৭)

"আমি অবিশ্বাসীদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর *আঘাত* হান এবং তাদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করে কাট।" (৮ঃ১২)

"তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা *আঘাত কর* এবং শপথ ভঙ্গ করোনা" (৩৮ঃ৪৪)

"সুতরাং আল্লাহর কোন সাদৃশ্য স্থাপন করো না। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। " (১৬ঃ৭৪)

"তোমরা যখন যমীনে *সফরে বের হতে* " (৪ঃ১০১)

"তখন আমরা তাদের শ্রবণশক্তির উপর *পর্দা টেনে দিলাম*..." (১৮:১১)

"তোমরা সীমাঅতিক্রমকারী সম্প্রদায়–এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোরআন প্রত্যাহার করে নেব?" (৪৩:৫)

"তারা নিজেদের বক্ষদেশের উপর *চাদর টেনে রাখবে*... এবং তারা যমীনে সজোরে আঘাত করে চলাফেরা করবে না।" (২৪:৩১)

"...আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক পথ তৈরি কর..." (২০:৭৭)

"অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর।" (২৬ঃ৬৩)

"আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না।" (২:২৬)

"আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপর। অত:পর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবন।" (২:৬০)

"...আর তাদের উপর আরোপ করা হল/চেপে বসল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে লাগল।" (২:৬১)

"অত:পর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণভাবে পরাভূত কর, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল।" (৪৭:৪)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও..." (৪:৯৪)

www.pathagar.com

"অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি দেয়াল যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত ও বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।" (৫৭:১৩)
"অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল"। (৩৭:৯৩)

উপরোক্ত আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, মূল ক্রিয়া 'দারাবা'র কতগুলো আলংকারিক (আক্ষরিক অর্থ নয়) ও রূপক অর্থ রয়েছে। এর অর্থ হতে পারে, আলাদা হওয়া, পৃথক হওয়া, প্রস্থান করা বা ছেড়ে যাওয়া, দূরত্ব তৈরি হওয়া, বাদ দেয়া বা বের হয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া বা সরে যাওয়া ইত্যাদি। একেক ক্ষেত্রে শব্দটি একেক অর্থ প্রকাশ করে।"

যদি আমরা কোরআনের এই আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করি তবে দেখবো যে, মূল ক্রিয়া 'দারাবা'র অনেকগুলো আক্ষরিক ও রূপক অর্থ রয়েছে। এর অর্থ হতে পারে ঃ

- to isolate (পৃথক করা, বিচ্ছিন্ন করা)
- to separate (আলাদা করা)
- to depart (প্রস্থান করা, ছেড়ে যাওয়া)
- to distance (দূরত্ব সৃষ্টি করা)
- to exclude (বাদ দেওয়া)
- to move away (দূরে সরে যাওয়া ইত্যাদি)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হলে দারাবা সেই অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। দারাবা ক্রিয়াটি ঃ

- জমির/ ভূমির সঙ্গে যুক্ত হলে বোঝায় ভ্রমণ করা বা প্রস্থান করা।
- কানের সঙ্গে যুক্ত হলে বোঝায় বন্ধ করা বা শোনা থেকে বিরত থাকা।
- কোরআনের সঙ্গে যুক্ত হলে বোঝায় অবহেলা করা (to neglect), উপেক্ষা করা (to ignore) বা পরিত্যাগ করা (abandon)।
- সত্য-মিথ্যার সঙ্গে যুক্ত হলে বুঝায় সুস্পষ্ট করা (to make evident) এবং একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা (distinguish one from another)
- পর্দা (veil) এর সঙ্গে যুক্ত হলে বোঝায় টেনে দেওয়া (to draw) [মাথার চাঁদরকে বুকের উপর টেনে দেওয়া]
- নদী বা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হলে বোঝায় হঠাৎ সন্ধান পাওয়া (to strike) [পানি সরিয়ে একটি পথ হঠাৎ জেগে উঠলো]
- দেয়াল তৈরির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে বোঝায় আলাদা করা বা বিভক্ত করা (to partition or separate)
- মানুষের সঙ্গে যুক্ত হলে বোঝায় ম্লান হওয়া, বা আবৃত হওয়া (To be overshadowed) [অপকর্ম দ্বারা আবৃত হয়ে যাওয়া]
- পা, গলা, পিঠ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হলে বোঝায় কেটে ফেলা, টুকরো টুকরো করা এবং আঘাত করা (to cut, to slash, to strike)

www.pathagar.com

- অন্যান্য ক্ষেত্রে এর অর্থ বাধ্য করা (to impel); প্রচন্ডভাবে কাঁপানো বা ধাক্কা দেয়া (to shock), চড় মারা (to slap) এবং নষ্ট বা ক্ষতিসাধণ করা (to damage)।

এভাবে দেখা যায় যে, কোরআনের বাচনভঙ্গীতে মূল ক্রিয়া দারাবার সাধারণ অর্থ হল ঃ পৃথক করা, দূরত্ব তৈরি করা, প্রস্থান করা, পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। কাজেই প্রশ্ন হলো দারাবা যখন বৈবাহিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর পুনরায় মিলন ঘটানো ও ভালবাসা তৈরির পন্থা হিসেবে বিবেচিত হবে, তখন এর কোন অর্থটি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হতে পারে?

> "...যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর, [প্রথমে] তাদের সদুপদেশ দাও, [তারপর] তাদের শয্য ত্যাগ কর এবং [শেষে] দারাবা কর; কিন্তু যদি তারা বাধ্যতায় ফিরে আসে, তবে আর তাদের জন্য কোন পথ অনুসন্ধান করনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ।" (নিসা : ৩৪)

পটভূমি বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্মান জনক উপায়ে এবং কোন রকম চাপ প্রয়োগ বা ভয়ভীতি প্রর্দশন না করে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটানো। কেননা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই এই সম্পর্ক অবসানের সুযোগ ও অধিকার রয়েছে। কাজেই দারাবার অর্থ কখনো এমন হতে পারেনা যা দ্বারা মানুষ আহত হবে, কষ্ট পাবে বা অপমানিত হবে। এখানে দারাবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যাখ্যা ব্যবস্থাপনায় এ পরিস্থিতিতে একটি সম্ভাবনাময় সমাধান বয়ে আনতে পারবে। কেননা স্বামীটি বেশ কিছুদিন ধরে স্ত্রী থেকে দুরত্ব বজায় রেখেছে। যেহেতু স্বামীটি দূরে, কাজেই স্ত্রী সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করার যথেষ্ট সুয়োগ পায়। এ ক্ষেত্রে তার সামনে কি কি পরিণতি আসতে পারে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়। সে চিন্তা করার সুয়োগ পায় যে, তার এ আচরণের অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক। এ অবস্থায় সে ঠান্ডা মাথায় সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সে কি তার স্বামী থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে চায়, নাকি আবার সাংসারিক জীবনে ফিরে আসতে চায়। এ সময় সব সত্য তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে যদি দেখতে পায় যে, এমন পরিস্থিতির জন্য তার অন্যায্য আচরণই দায়ী এবং সে নিজেই ভুল করেছে তবে তার সামনে সুযোগ থাকে যে, সে সঠিক যুক্তিসঙ্গত আচরণে ফিরে আসবে এবং তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্বামীকে চুড়ান্ত পরিণতির পূর্বেই ফিরে পাবে।

কাজেই একটি কঠিন বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও পুনরায় মিলন ঘটানোর এ প্রেক্ষাপটে দারাবা শব্দটির যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত তা হল-বাড়ি থেকে চলে যাওয়া (to leave the marital home), অথবা স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়া (separate from her)। এটাই নিজেদের পরিবার থেকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের পূর্বের সর্বশেষ পদক্ষেপ। যদি এই শেষ পদক্ষেপটিও (মধ্যস্থতাকারীদের উদ্যোগ) এছেঁড়া সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে না পারে, তবে উভয়কে চুড়ান্ত পরিণতি মেনে নিতে হবে।

www.pathagar.com

"...উভয় পক্ষ] হয় ন্যায়সঙ্গত উপায়ে থাকবে অথবা সম্মানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" (বাকারা: ২২৯)

এ ধারণাটি ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যার সঙ্গেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ তিনি স্বামীদেরকে সাবধান করেছেন যে, তাদের রাগের বহিঃপ্রকাশ যেন কয়েকটি মেসওয়াকের আঘাত বা অনুরূপ কোন কিছুর আঘাতের বেশি কিছু না হয়। অর্থাৎ ইবনে আব্বাসও দারাবাকে পিটানো অর্থে নেননি [মেসওয়াক দিয়ে পিটানো সম্ভব নয়]। স্পষ্টতঃ এটা (মেসওয়াকের আঘাত) স্বামীর অসন্তোষ ও রাগ প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু এদ্বারা এই কঠিন সময়কার গুরুত্ব ও এর পরিণতি বোঝানো সম্ভব নয়। অথবা স্ত্রী থেকে বিছানা আলাদা করার পরে পুণর্মিলন বা বিবাহ বিচ্ছেদ এ দু'টির যে কোন একটি ফলাফলে উপনীত হবার পথে এই (মেসওয়াকের আঘাত) পদক্ষেপটি কোন গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হতে পারে না।

দারাবা সম্পর্কিত উপরোক্ত বিশ্লেষণ রাসূল (সাঃ)-এর হাদিস ও তার আচরণের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রগিণ জীবনযাত্রার মান কিছুটা বাড়ানোর দাবি করেছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর অর্থনৈতিক অবস্থায় সেটা সম্ভব ছিলোনা বলে সেই দাবি মানা সম্ভব হয়নি। জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণে দাবী পূরণ না হওয়ায় তারা [রাসুল (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ] যখন বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলেন তখন রাসূল (সাঃ) তার স্ত্রীদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে এক মাসের জন্য তিনি 'আল মাশরাবাহ' (আলাদা থাকা) এর আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে এ সুযোগ দিয়েছিলেন যে, তারা ইচ্ছা করলে রাসূল (সাঃ)-এর যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে সে অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান মেনে নিয়ে থাকতে পারে অথবা তারা ইচ্ছে করলে বিবাহের সম্পর্ক থেকে মুক্তি নিতে পারে এবং সম্মানের সঙ্গে আলাদা হয়ে যেতে পারে। আল কোরআন এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

"হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আহকাফ ঃ ২৮-২৯)।

সম্পর্কের টানাপোড়নের এই পুরো সময়টায় রাসুল (সাঃ)-তাদের কাউকে কোন কষ্ট বা আঘাত দেননি, কোন রকম অপমানও করেননি। যদি শারীরিক আঘাতই এ ধরনের সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিতেন, তবে রাসুল (সাঃ)-সর্বপ্রথম সে সম্পর্কে সচেতন হতেন এবং সেরকম আচরণ করতেন বা দৃষ্টান্ত রাখতেন। রাসুল (সাঃ)-দূরে সরে যাওয়ায় তাঁর স্ত্রীগণ যখন পরিস্থিতির গভীরতা উপলব্ধি করলেন, নিজের পরিবার-পরিজন কর্তৃক ক্ষোভের শিকার হলেন এবং রাসুল (সাঃ)-এর সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা থেকে বঞ্চিত হলেন, তখন এ সমস্তই তাদের

www.pathagar.com

বোধোদয়ের জন্য যথেষ্ট হলো এবং তারা রাসুল (সাঃ)-এর জীবনযাত্রার মানকে মেনে নিতে রাজী হলেন।

রাসুল (সাঃ)-তার স্ত্রীদের পরিবারবর্গকে এ ব্যাপারে জানানোর পূর্বে ও স্ত্রীদেরকে এই অবস্থা মেনে নিয়ে থাকা বা সম্মানের সঙ্গে আলাদা হয়ে যাওয়া-এ দু'টোর মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার পূর্বে একমাস তাদের থেকে আলাদা ছিলেন। এই আলাদা থাকাকালীন সময়েই তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজেদেরকে সম্ভাব্য পরিণতির মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিলেন। ফলে তারা নিজেদের পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে এলেন। কাজেই দারাবার যে ব্যাখ্যা রাসুল (সাঃ)-অনুসরণ করেছিলেন তাহল-তিনি স্ত্রীদের থেকে আলাদা ছিলেন, দূরে সরে গিয়েছিলেন বা নিজেকে তাদের থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এটি একদিকে ঐ পরিস্থিতির মনস্তাত্বিক অবস্থার সঙ্গে যেমন সংগতিশীল, তেমনি কোরআনের দারাবা ক্রিয়াটির ব্যবহারের ফলে এর যে সাধারণ অর্থ প্রকাশ পায় তার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ।

উপসংহার

উপসংহারে আমি বলতে চাই যে, অবাধ্যতা বা বিবাদের ফলে বৈবাহিক সম্পর্কে সৃষ্ট সংকট নিরসনে কোরআন যে 'দারাবা'র কথা বলেছে তার সঠিক অর্থ হবে স্ত্রী থেকে 'দূরে সরে যাওয়া' (Move away), স্ত্রী থেকে 'দূরত্ব তৈরী করা' (Distance) এবং ঘর থেকে 'চলে যাওয়া' (Depart), যাতে স্ত্রীর যুক্তিবোধ জাগ্রত হয় বা সে তার আচরণের অন্যায্যতা ও এর সম্ভাব্য পরিণাম উপলব্ধি করতে পারে। দূরে সরে যাওয়া বা আলাদা হয়ে যাওয়া (Depurture & seclusion) অর্থটি তাই এক্ষেত্রে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং দৈহিক আঘাত ও মানসিক যন্ত্রণা দান অপেক্ষা কোরআনের বাচনভঙ্গির সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ। কোরআনের সুপারিশ অনুযায়ী বিবাদ ও অবহেলার দরুণ সৃষ্ট পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য আমি মনে করি কোরআনে দারাবা শব্দটির সঠিক ও বাস্তব অর্থ হবে স্ত্রী হতে দূরে সরে যাওয়া, স্ত্রী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া এবং ঘর থেকে প্রস্থান করা। কোরআন দারাবাকে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলনের একটি পন্থা হিসেবে সুপারিশ করেছে, যাতে করে তাদের মধ্যে ভালবাসা, দয়া ও অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। স্ত্রীর বিবেক ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করা, তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের গভীরতা অনুধাবন করতে দেয়া এবং তার ও তার সন্তানের উপর এর সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে সেটা স্থিরভাবে ভাবার সুযোগ দেয়ার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শারীরিক আঘাত, অপমান ইত্যাদি সম্মানজনক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক নয়, বা এটি দ্বারা 'ভালবাসা' ও 'সহানুভূতি' তৈরি হয় না। অথচ বৈবাহিক সম্পর্ক টিকে থাকার জন্য ভালবাসা ও সহানুভূতিই হল মূল ভিত্তি। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ের মূল্যবোধ, চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে এটি আরও অধিক সত্য। এমনকি রাসুল (সাঃ) এর অনুশীলনে এই ব্যাখ্যাটির প্রতিই সমর্থন পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

উম্মাহর বর্তমান অনেক ধারনাই অপ্রতুল (Inadequate) এবং ভ্রান্ত (Erroneous)। অতীতের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত দলাদলি ও সংঘর্ষ এবং অনৈসলামিক কিছু সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাবেই এসব ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। তদুপরি ওহীর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু তা ঐ সময়ের ও স্থানের বিরাজমান জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তাই বর্তমান সময়ের ইসলামী চিন্তাবিদদের উচিত এইসব ব্যাপারে ধারাবাহিক ভাবে গভীর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এবং উম্মাহকে শরীয়তের সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দান করা।

উল্লেখযোগ্য নোট

- কাওয়ামাহ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে কাসির হাসান আল বসরীর বরাতে বলেছেন যে 'এই আয়াত নাযিলের পটভূমি এই ছিল যে "একজন মহিলা রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন যে, তার স্বামী তাকে মেরেছে (মুখে আঘাত করেছে)। রাসূল (সাঃ) বললেন 'প্রতিশোধ নাও'। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন "পুরুষরা নারীদের কাওয়াম (Protectors & maintainers)" কাজেই সে আর প্রতিশোধ নিল না। অন্য একটি উদ্বৃতিতে এসেছে রাসূল (সাঃ) বললেন "আমরা চাই এক, কিন্তু আল্লাহ চান অন্য। আর যা আল্লাহ চান সেটাই উত্তম।" এই হাদিসটির কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত রেফারেন্স না থাকায় এটিকে গ্রহণযোগ্য হাদিস হিসেবে গ্রহণ করা হয় না (Unauthentic)। যদি এটিকে গ্রহণ করাও হয়, তবুও এটা দ্বারা স্ত্রীকে আঘাত করা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। এটা দ্বারা শুধু এতটুকুই বোঝা যায় যে স্বামী-স্ত্রীর কেউ একজন আঘাত করলে অপরপক্ষ দ্বারা তার প্রতিশোধ গ্রহণ এর সঠিক সমাধান নয়। বরং এই প্রতিশোধ গ্রহণ সমস্যা সমাধানের বদলে পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদকে আরও বেশি নিশ্চিত করবে। [আঘাতের বদলে আঘাত এ হাদিস দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। এ হাদিস দ্বারা এটা বুঝায় না যে, রাসূল (সাঃ) চেয়েছেন স্বামী স্ত্রীকে আঘাত না করুন, আর আল্লাহ চেয়েছেন স্বামী স্ত্রীকে আঘাত করুন এবং স্ত্রী তা বিনা প্রতিবাদে হজম করুন। বরং রাসূল (সাঃ) মহিলাকে যে আঘাতের বদলে আঘাত করতে বলেছিলেন আল্লাহ সেটাকে অপছন্দ করেছেন। এ দ্বারা এ মূলনীতি স্পষ্ট যে আল্লাহ আঘাতের নীতিকে পছন্দ করেন নি।]

- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণে "ক্ষতিকর নয় এমন আঘাতের" যে কথা রয়েছে, সে ব্যাপারটিও বিবেচনায় নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝার জন্য কোরআনের আলোকেই তার কথার ব্যাখ্যা করতে হবে। কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর ভাষণের কোন সংঘাত বা বৈপরীত্য দেখা দিলে বুঝতে হবে হাদিস বর্ণনাকারীর বোঝার ভূলের কারণে এমনটি ঘটেছে। মূল হাদিসের বাণীর সাথে হাদিস বর্ণনাকারীর নিজের ব্যাখ্যামূলক কথা মিশ্রিত হয়ে গেছে কিনা তাও বিবেচনায় আনতে হবে। ঈমাম আহমদের এই হাদিসটি তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত (মুসনাদে, হাদিস সং- ১৯৭৭৪), যেখানে কিছু শব্দ রয়েছে যা দেখে মনে হয় এগুলো ব্যাখ্যামূলক অথবা হাদিসটিকে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্যে তা হাদিস বর্ণনাকারীর মনে এসেছিল। এর একটি প্রমাণ হল যে, এই হাদিসটির বর্ণনাকারী বলেছেন, "এবং যদি তোমরা তাদের

www.pathagar.com

কাছ থেকে অবাধ্যতার আশংকা কর" কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অন্য যারা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাদের কারও কাছে হাদীসের এই (বাড়তি) অংশটি পাওয়া যায়নি। অথচ বিদায় হজ্জের ভাষণ উন্মুক্ত জনসম্মুখে প্রদান করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজনের বর্ণনায় অন্যান্য বর্ণনাকারীদের থেকে বাড়তি ভিন্ন একটি অংশ থাকা এটাই প্রমাণ করে যে, বাড়তি অংশটুকু হাদিস বর্ণনাকারীর উক্তি, মূল হাদিসের অংশ নয়। তাছাড়া এটাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এই বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণনার মত "তোমাদের স্থলে অন্য কাউকে বিছানোর অনুমোদন করা" নিয়ে কথা বলেছে, অথচ কোরআন নুশুজের ক্ষেত্রে যে ধাপ গুলোর (যেমন উপদেশ দেয়া, তারপর বিছানা আলাদা করা ইত্যাদি) বর্ণনা করেছে এ হাদিসটিতে তার উল্লেখ নাই। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বিদায় হজ্জের এই হাদিস গুলো (নুশুজ নয় বরং) অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের (সুস্পষ্ট অশ্লীলতা বা জিনা, ফাহিশাহ মুবাইয়্যিনা) ক্ষেত্রেই বিধান দিয়েছে।

- "তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না।" (সূরা সোয়াদ - ৪৪) [এই আয়াতটিতে নবী আইয়্যুব (আ) কর্তৃক তার স্ত্রীকে আঘাত করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।] বস্তুতঃ কোরআনে ব্যবহৃত 'দিগছান' হল অনেকগুলো নরম খেজুর পাতার গুচ্ছ। আইয়্যুব (আঃ) কঠিন অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে তার স্ত্রীর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে একশত ঘা মারার প্রতিজ্ঞা করেন। পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে আল্লাহ তাকে বলেন একশতটি খেজুর পাতা একসঙ্গে গুচ্ছ করে তা দিয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে, যাতে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষাও হয় আবার তার স্ত্রীও কোন রকম আঘাত না পায়। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট স্বামী স্ত্রীকে আঘাত করবে এমন আচরণকে আল্লাহ একেবারেই পছন্দ করেননি, এমন কি স্বামী নবী হলেও নয় কিংবা প্রতিজ্ঞা করলেও নয়।

- এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কোরআনে শারীরিক শাস্তি বোঝানের জন্য দারাবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। বরঞ্চ কোরআন এক্ষেত্রে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হল 'জালাদা' -কশাঘাত/বেত্রঘাত/প্রহার করা (to lash, to whip, to flog)। যেমন সূরা আন্-নূরে বেত্রাঘাত বোঝাতে 'জালাদা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে-

  "ব্যাভিচারিনী নারী ব্যাভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা আন্-নুর ২)

www.pathagar.com

দারাবা ইস্যু প্রসঙ্গে : কিছু ব্যাখ্যা

(সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

(আমেরিকান নও মুসলিম প্রফেসর ড. জেফরি লাং এর মতামত অবলম্বনে)

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রসঙ্গে যত আক্রমণাত্মক প্রশ্ন আসছে তার একটি বড় অংশই আসছে সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে। এই আয়াতে পুরুষকে (স্বামী) তার স্ত্রীর ভরণপোষণসহ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেবার পাশাপাশি অবাধ্য স্ত্রী'কে (নুশুজ) পথে আনার উপায় হিসেবে বিভিন্ন কোমল পন্থা ব্যবহারের পর সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে শাসন (দারাবা) করার অধিকার দেয়া হয়েছে। এই দারাবা শব্দের যত ব্যাখ্যাই আছে তার অধিকাংশই কোন না কোনভাবে প্রহারের সমার্থক । আর যে কোন ধরনের প্রহারের অনুমতি মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারণার পরিপন্থী।

সমকালীন বিশ্বের প্রখ্যাত নওমুসলিম ইসলাম প্রচারক জেফরী লাং, যিনি কানসাস ষ্টেট ইউনিভার্সিটির গণিতের অধ্যাপক, এ বিষয়টির একটি গ্রহণযোগ্য সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জেফরি লাং এর ইসলাম গ্রহণের নেপথ্যে রয়েছে এক বিরাট কাহিনী যা তাঁর বেষ্ট সেলার গ্রন্থ Struggling to Surrender-এ আছে। তাঁর খ্রীষ্ট ধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর নিরাসক্তি জন্মানোর অন্যতম কারণ ছিল তাঁর ছোটবেলার ভীতিকর অভিজ্ঞতা, যখন শিশু জেফরি দেখতেন তাঁর মাতাল পিতা কিভাবে তাঁর মা কে নির্যাতন করছেন। এর বিপরীতে ইসলামের মদ্যপান বিরোধী ও নারীর প্রতি সহনশীল এবং কোমল আচরণ তাকে ইসলাম গ্রহণে সাহায্য করে। কিন্তু তিনি লিখেছেন যে, প্রথম যখন তিনি কোরআন পড়ছিলেন তখন আল্লাহর কুদরতে সূরা নিসার ঐ আয়াতটি দ্রুত অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, নয়তো তাঁর ইসলাম গ্রহণও বাধাগ্রস্ত হতো। তবে তিনি এটাও নিশ্চিত করেছেন যে, কোরআনের সামগ্রিক মানবিক আবেদন তাঁর কাছে এত বেশী ছিল যে, শুধুমাত্র একটি আয়াতের একটি শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা তার মধ্যে কোরআন সম্পর্কে কোন ভ্রান্তি তৈরি করত না। তিনি তাঁর ছোটবেলার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এটা অনুধাবন করেছেন যে, এই আয়াতের যথাযথ ব্যাখ্যা না করলে এটা কিছু অবিবেচক ও কঠোর পুরুষের স্ত্রীর প্রতি নির্মমতার হাতিয়ার হতে পারে।

এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রথমতঃ এর কয়েকটি Keyword এর বিভিন্ন প্রতিশব্দ বর্ণনা করেছেন, অতঃপর এ সক্রান্ত সকল হাদীসকে পাশাপাশি রেখে বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। তারপর কোরআনের আয়াত-এর সাথে হাদীসগুলোর বর্ণনার সময়কাল, পরিপ্রেক্ষিত সবকিছু বিবেচনায় এনে বিষয়টির প্রকৃত অর্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রথমত ঃ সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের অনুবাদ প্রায় সব অনুবাদকই কাছাকাছি করেছেন। এ ক্ষেত্রে জেফরি লাং পুরো আয়াতটি অনুবাদের আগে কতগুলো শব্দ ও বাগ্‌ধারার বিভিন্নমুখী অর্থ এবং তার ইংরেজীতে প্রতিবর্ণিকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লাহর অনুগত নারী সম্পর্কে বলতে 'কানিতাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, একই শব্দ স্বামীর প্রতি আনুগত্য বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়েছে (এই শব্দ গুলো ব্যবহৃত হয়েছে ৩৩:৩১, ৩৩:৩৫ এবং ৬৬:৫ আয়াতে)। 'কানিতাত' শব্দের সমার্থক আরেকটি কোরআনী পরিভাষা হচ্ছে 'সালিহাত'। 'আল গাইব' বলতে অপ্রকাশিত, অদেখা, গুপ্ত, অনুভূতির উর্ধে-এসব অর্থ বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদক, 'যারা তাদের অদেখা বিষয়কে রক্ষা করে' এই অনুবাদ বা তাঁর সমার্থক অনুবাদ নিয়েছেন। এই 'অপ্রকাশিত' অর্থে এর ব্যবহার সূরা নিসা ৩৪ নং আয়াতের পর ৩৫ নং আয়াতে দাম্পত্য কলহ ব্যক্তিগত পর্যায়ে মিটিয়ে ফেলতে (বাইরের সালিশকে অন্তর্ভুক্ত না করে) বুঝানো হয়েছে।

এরপর যে শব্দটির অর্থ করা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে 'নুশুজ'। 'নুশুজ' এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে শত্রুতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ, বৈরিতা, অনৈক্য, যুদ্ধাবস্থা ইত্যাদি। ডিকশনারিগুলোতে এর এরূপ অর্থও করা হয়েছে, যেমন 'বিবাহিত মহিলার জন্য তার স্বামীর প্রতি আনুগত্যহীনতা' এবং 'বিবাহিত পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা'। 'নুশুজ' শব্দের এই দুটো অর্থ যদিও প্রাক-ইসলামিক নয়, তবে এতে ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স এর প্রভাব পড়েছে। সূরা নিসার একটু পরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে একজন মহিলার করণীয় সম্পর্কে, যদি সে তার স্বামীর পক্ষ থেকে 'নুশুজ' এর ভয় । কাজেই আমরা প্রথমতঃ ধরে নিতে পারি 'নুশুজ' শব্দের প্রাথমিক অর্থ শত্রুতা অথবা বৈরিতাই হতে পারে।

'দারাবা' ক্রিয়াপদটির আদেশবাচক প্রয়োগ হচ্ছে 'ইউদরিবু', এর বহুবিধ অর্থ হতে পারে। লেন এর বিখ্যাত ডিকশনারীতে এর অর্থ বোঝাতে কয়েক ফর্দ জায়গাজুড়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর শতাধিক প্রতিশব্দের মাঝে আছে ঃ আঘাত করা, শাস্তি দান, সমালোচনা করা, পৃথক করা, বিচ্ছিন্ন করা, ছুঁড়ে দেয়া, চাপিয়ে দেয়া, এঁড়িয়ে যাওয়া, বিদায় দেয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, পরিহার করা, কষ্ট দেয়া, রাগিয়ে দেয়া, অগ্রাহ্য করা, পাত্তা না দেয়া, উপেক্ষা করা, কোনরকম মনোযোগ না দেয়া ইত্যাদি। এত বিস্তৃত অর্থ থাকা স্বত্ত্বেও 'দারাবা' শব্দের সহজ অর্থে উপনীত হওয়া কঠিন নয়, কারণ আরবীতে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অর্থ হয় শুধুমাত্র এর আগে বা পরে নির্দিষ্ট অব্যয় পদের ব্যবহারের উপর। যেমন 'দারাবা' শব্দের আগে 'বাইনা' পদ ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে পৃথক করা বা আলাদা করা, অন্যদিকে 'দারাবা' শব্দের আগে 'আন' পদ ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে এঁড়িয়ে চলা বা বর্জন করা অথবা পরিহার করা বা দুরে থাকা। আমাদের আলোচিত আয়াতটিতে 'দারাবা' শব্দ এই দুটো অব্যয়ের কোনটির সাথেই ব্যবহৃত হয়নি। তারপরও জনাব লেন তাঁর অভিধানে

www.pathagar.com

একথা বলেছেন যে, 'ইউদরিবু' ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত আদেশের অর্থ (আন্ পদ যুক্ত থাকা বা না থাকা স্বত্ত্বেও) হতে পারে উপেক্ষা করা, গ্রাহ্য না করা, কোনরকম মনোযোগ না দেয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ইত্যাদি এরই সাথে আঘাত বা প্রহার করা। কাজেই 'ইউদরিবু হুন্না' এর অর্থ যেমন হতে পারে 'তাদের আঘাত করো' তেমনি এর এই অর্থও হতে পারে যে 'তাদের এঁড়িয়ে চল' বা 'তাদের বর্জন করো' অথবা 'তাদের উপেক্ষা করো'।

তাফসীরকারগণ সবাই একমত যে, উক্ত আয়াতে অবাধ্য স্ত্রীকে বুঝাতে যতগুলো পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে তার মাঝে একটি ধারাবাহিকতা আছে। তার সবগুলো একসাথে বা পরেরটি আগে করা যাবে না । পদক্ষেপগুলোর ধারাবাহিক তীব্রতা বৃদ্ধিও এই ধারণার সমার্থক। কাজেই এই মূলনীতিকে সামনে রেখে আমরা একজন স্বামীর জন্য, যিনি তার স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা করেছেন, 'ইউদরিবু' শব্দের অর্থ হিসেবে দুটো সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী পাই। যদি আমরা 'ইউদরিবু' শব্দের অর্থ নেই 'প্রহার', তাহলে স্বামী প্রথমতঃ স্ত্রীকে বুঝাবেন, অতঃপর র্ভৎসনা বা তিরস্কার করবেন। এতে কোন কাজ না হলে তিনি সাময়িকভাবে কয়েক দিনের জন্য পৃথক বিছানায় ঘুমাবেন (শারীরিক সম্পর্ক বর্জন করবেন)। এতেও কোন সাফল্য না আসলে অগত্যা স্বামী তার অবাধ্য স্ত্রীকে পথে আনতে মৃদু প্রহার করতে পারেন। সকল তাফসীরকারক এ বিষয়ে একমত যে, এই প্রহার হতে হবে অত্যন্ত মৃদু এবং কোন দর্শণীয় বা স্পর্শকাতর স্থানে নয়। যদি এতেও কোন ফল না হয় এবং স্বামী এত কিছুর পরও তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য জীবন অব্যহত রাখতে আন্তরিক হন, তবে তিনি তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন করে মোট দুজন সালিশ নিয়োগ করবেন তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করার জন্য। এটা নিঃসন্দেহে বিবাহিত জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা, কারণ বিপদজনক অবস্থায় দু'পক্ষের মুরুব্বীরাই ভবিষ্যতে আরও ঝামেলা হয় এমন সম্পর্ক এড়িয়ে রাখতেই চাইবেন। যেখানে প্রহারের মত ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তেমন স্বামীর কাছে নিজেদের কন্যাকে কোন সালিশই নিরাপদ মনে করবেন না। অন্যদিকে যদি 'ইউদরিবু' শব্দের অর্থ প্রহার না নিয়ে যদি 'মূখ ফিরিয়ে নেয়া' ধরা হয় তাহলে আগের প্যারাগ্রাফ এ উল্লেখিত সকল কাজই করা যাবে শুধুমাত্র তৃতীয়টি (প্রহার) ছাড়া। তার মানে যখন একজন স্বামী তার অবাধ্য স্ত্রীকে আন্তরিকভাবে বুঝানোর পরও পথে আনতে না পারেন, তবে তার সাথে কিছুদিন দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকবেন, যদি এতেও তার স্ত্রীর বোধোদয় না হয়, তবে কিছুদিন তাকে উপেক্ষা করে (বা তাকে তোয়াক্কা না করে) চলবেন। যদি এতসব পদ্ধতি ব্যবহারের পরেও তাদের সম্পর্কের উন্নতি না হয়, তবে উভয়েই তাদের পরিবারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে সালিশ মীমাংসার চেষ্টা করবেন। যৌক্তিক বিচারে কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতাটাই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কারণ এমন অবস্থাতেই দুপক্ষের মীমাংসাকারীরা ঠান্ডা মাথায় সালিশ করতে পারবেন। নচেৎ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহারের ঘটনা ঘটে গেলে দ্রুত এখবর দু'পক্ষের আত্মীয়স্বজনকেও ভারাক্রান্ত বা প্রতিক্রিয়াশীল করবে যা মীমাংসার পথ রুদ্ধ করবে।

www.pathagar.com

এখন 'ইউদরিবু' শব্দের দ্বিতীয় অর্থটি যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুসলিম উম্মাহ কি এই দীর্ঘসময় ধরে এ বিষয়ে ভ্রান্তির মাঝে ছিল। এ প্রসঙ্গে ঐ আয়াতের সমসাময়িক হাদীসগুলো আলোচনা করা যেতে পারে। তার আগে আমরা দেখি একই সূরার পরবর্তী আয়াতে দাম্পত্য কলহ (নুশুজ) -এর আলোচনা কিভাবে এসেছে, "এবং যদি কোন মহিলা তার স্বামীর কাছ থেকে অসদাচরণ (নুশুজ) অথবা অবজ্ঞার (ইরাদ) আশংকা করে, তাহলে সে অবস্থায় তারা (নুশুজ) দুজনে যদি পারস্পরিক (ভালোর জন্য) আপোষ করে নেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। কারণ সর্বাবস্থায় মীমাংসাই উত্তম। (কিন্তু) মানুষের মন দ্রুত স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। "কিন্তু যদি তোমরা উত্তম ও সততার পন্থা অবলম্বন কর এবং খোদা সচেতন থাকো, তবে নিশ্চিত জেনো আল্লাহ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে অবহিত আছেন (৪ঃ১২৮)"। "এবং অতঃপর যদি (স্বামী-স্ত্রী) সত্যিই একে অপরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তার অসীম ভান্ডার থেকে দান করে উভয়কে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। (এবং) নিশ্চয়ই আল্লাহ চির প্রাচুর্যময় এবং জ্ঞানী (৪ঃ১৩০)"।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এই দুই আয়াতের একই সূরার ৩৪-৩৫ আয়াতের যে বিভিন্ন পদক্ষেপ এর ধারাবাহিকতা ছিল, তা নেই। বরং এখানে একজন মহিলার জন্য তার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন স্বামীর সাথে সমস্যা আপোষে মিটিয়ে ফেলার পদক্ষেপ নেয়ার উপদেশ দেয়ার পর তা ব্যর্থ হলে সরাসরি তালাক এর মাধ্যমে তার বন্ধন মুক্ত হতেই বলা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত বাগ্‌ধারা 'এতে (আপোষে) কোন দোষ নেই' বলে স্ত্রীকে আপোষের আলোচনায় যথেষ্ট সংযমী ও বিনয়ী হতে বলা হয়েছে, কারণ একজন বৈরীভাবাপন্ন স্বামীর সাথে এ জাতীয় আলোচনা মহিলার জন্য বিপদজনকও হতে পারে। এজন্যেই এই আপোষ প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তালাক এর বিষয়েই কোরআন বলেছে। কারণ যদি স্বামী নিজেই স্ত্রীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, সেক্ষেত্রে স্ত্রী'র আন্তরিক চেষ্টার পরও অনেক ক্ষেত্রেই ভদ্রভাবে তালাক নেয়াটাই তুলনামূলক কম মন্দ বিকল্প হতে পারে। এই পর্যায়ে তিনি (স্ত্রী) তার আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা (পুনর্মিলন বা তালাক এর জন্য) নিতে পারেন।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে সূরা নিসার ৩৪-৩৫ নং আয়াতের দুটো অর্থে উপণীত হতে পারি, যার একটির মধ্যে অনেক কর্মপন্থার মাঝে স্ত্রীকে মৃদু প্রহারের অনুমতি স্বামীকে দেয়া হয়েছে, আর অন্যটি স্পষ্টভাবে প্রহার ভিন্ন আর সব সংশোধনের চেষ্টা করতে বলেছে। আমি বিশ্বাস করি বর্তমান সময়ের ইসলাম বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় মতের দিকেই বেশী ঝুঁকবেন। কিন্তু আমাদের অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে সমস্যা এটাই যে, তাহলে মনে হবে যে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর অংশ কি দীর্ঘকাল ধরে একটি ভূল পন্থা অনুসরণ করেছে? একই ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন আব্দুল হামিদ আবু শুক্কাহ যিনি দেখিয়েছেন কিভাবে নারীর শালীন পোষাক সংক্রান্ত ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এবং তার নিরাপত্তার অজুহাতে

www.pathagar.com

কিভাবে মসজিদে যাওয়া এবং ঘরের বাইরে যাওয়াকে অবরোধ করা হয়েছে। কাজেই আমাদের এ বিষয়ে আবেগের উর্ধ্বে উঠে ইজতিহাদের পথ অনুসরণ করতে হবে।

'দারাবা' শব্দের দ্বিতিয় অর্থ নিতে গেলে আমাদের নিম্নোক্ত হাদীস কয়টির সঠিক অর্থ ও পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবন করতে হবেঃ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে জামা থেকে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "এটা কিভাবে সম্ভব যে, তোমরা স্ত্রীদের গৃহপালিত পশুকে যেভাবে প্রহার করা হয় সেভাবে প্রহার কর, অতঃপর আবার তাকে অলিঙ্গন কর (বুখারী)।"

২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন যে, বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুল (সাঃ) বললেন, "তোমরা মেয়েদের সাথে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমানত। তাঁর আদেশের ভিত্তিতেই তোমরা তাদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হও। তাদের সাথে মেলামেশা করো। তাদের উপর তোমাদের হক্ক আছে যে, তারা তোমাদের আমানত ভঙ্গ করে অন্য পুরুষকে তোমাদের বিছানায় নেবে না। যদি তারা এই আমানত ভঙ্গ করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করতে পারো। তবে তা মৃদুভাবে, তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে তোমরা তাদের সম্মানজনক খাবার ও পোষাক দেবে (মুসলিম)।"

৩. লাকিত ইবনে সাবারিয়াহ রাসুল (সঃ) এর কাছে তাঁর (লাকিত) স্ত্রীর ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ করলেন। তখন রাসুল (সাঃ) (এর সমাধান হিসেবে) তাঁর অবাধ্য স্ত্রীকে তালাক দিতে বললেন। তখন লাকিত রাসুলকে (সাঃ) জানালেন যে তাঁদের সন্তানাদি আছে এবং তিনি সংসার জীবন ধরে রাখতে চান। একথা শুনে রাসুল (সঃ) বললেন "তোমার স্ত্রীকে অসংযত কথা না বলতে অনুরোধ কর। যদি তার মধ্যে ভাল কিছু থাকে, তবে সে তোমার কথা শুনবে। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে প্রহার করবে না (আবু দাউদ)।

৪. মোয়াবিয়া ইবনে হাইদান কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি রাসুল (সাঃ) কে বললেন, হে রাসুল আমরা কিভাবে আমাদের স্ত্রীদের কাছে যাব (তাঁদের আকর্ষণ করবো) এবং তাদেরকে কিভাবে পরিত্যাগ করব?" জবাবে রাসুল (সাঃ) বললেন, "তোমার শস্য ক্ষেত্রে যখন এবং যেভাবে ইচ্ছে তুমি গমন করবে। তার জন্য এমন মান সম্মত খাবার এবং পোষাক দেবে যেমন তুমি নিজের জন্য নাও। তাদের মুখের উপর গালাগাল করবে না এবং তাদের প্রহার করবে না (আবু দাউদ)"।

৫. মুয়াবিয়া আল কাশারী বলেন, "আমি রাসুল (সাঃ) এর কাছে গেলাম এবং বললাম, 'হে রাসুল, আমাদের স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে নসিহত করুন'। জবাবে রাসুল (সাঃ) বললেন, 'তাদের এমন খাবার এবং পোষাক দাও যা

www.pathagar.com

তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য পছন্দ করো, তাদের গালমন্দ করবে না এবং প্রহার করবে না (আবু দাউদ)"।

৬. মুয়াবিয়া আল কাশারী বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম 'হে রাসুল আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি অধিকার আছে'। জবাবে রাসুল (সাঃ) বললেন, "তাদের এমন খাবার দেবে যা তুমি খাও, এমন পোষাক দেবে যা তুমি নিজে পড়তে পছন্দ করো, তাদের গালমন্দ করবে না, তাদের মুখমন্ডলে আঘাত করবে না এবং নিজেকে তাদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলবে না (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)"।

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আবু জুবাব থেকে বর্ণিত। লাইস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু জুবাব বলেছেন যে, আল্লাহর্ রাসুল (সঃ) বলেছেন "আল্লাহর বাঁদীদের তোমরা প্রহার করো না"। এসময় উমর (রাঃ) বললেন যে, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে। এটা শুনে রাসুল (সাঃ) অবাধ্য স্ত্রীদের মৃদু প্রহারের অনুমতি দিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যে অসংখ্য মহিলা রাসুলের কাছে তাদের স্বামীদের দ্বারা নির্যাতনের ব্যাপারে নালিশ নিয়ে এলেন। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন "তোমাদের মধ্যে যে পুরুষেরা স্ত্রীদের নির্যাতন করে তারা উত্তম নয় (আবু দাউদ)"।

৮. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "একজন পুরুষকে এ কথা জিজ্ঞাস করা যাবে না যে, সে কেন তার স্ত্রীকে প্রহার করেছে (আবু দাউদ, আল নিসাই, ইবনে মাজা)"।

৯. আমর ইবনুল আস আল জুসামী বলেন, তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে শুনেছেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "শোন! তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সযত্ন সুব্যবহার কর। তারা তোমাদের হাতের জিম্মায়। এটা তাদের প্রতি তোমাদের আবশ্যক কর্তব্য। যদি তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহার পাও, তবে তাদের বিছানা পৃথক করে দিতে পার অথবা তাদের প্রহার করতে পার, কিন্তু কখনও তাদের উপর কঠিন শাস্তি চাপিয়ে দিও না। এর পর যদি তারা পুনরায় তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করো না। মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের স্ত্রীদের উপর হক আছে, আবার তোমাদের উপর তাদের হক আছে। তোমাদের হক হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের অনুপস্থিতিতে কাউকে (পরপুরুষ) তোমাদের ঘরে বা বিছানায় তুলবে না। আর তাদের হক হচ্ছে তোমরা তাদের জন্য সম্মান জনক খাবার এবং পোষাক (জীবিকা) দেবে (তিরমিযি)"।

এতগুলো হাদিস আলোচনার পর একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, স্ত্রীদের প্রহার সংক্রান্ত হাদীসের ক্ষেত্রে রাসুলের মিশনের প্রাথমিক যুগের এবং সবচাইতে নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলনগুলোর উদ্ধৃতির অভাব। রাসুলের (সাঃ) ওফাতের পর

www.pathagar.com

সংকলিত প্রথম হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তায় (ইমাম মালিক ১৭৭ হিজরীতে মারা যান) স্ত্রীকে প্রহার সংক্রান্ত কোন হাদীস পাওয়া যায় না। সহীহ আল বোখারীতে (ইমাম বোখারী ২৫৬ হিজরীতে মারা যান) এ সক্রান্ত মাত্র একটি হাদিস পাওয়া যায় এবং লক্ষণীয় যে, তাতে স্ত্রীকে প্রহারের বিষয় কঠোর ভাবে নিষেধ ও র্ভৎসনা করা হয়েছে (উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীস দেখুন)। সহীহ মুসলিম শরীফে (মুসলিম ২৬১ হিজরিতে মারা যান) এ সংক্রান্ত মাত্র একটি হাদিসই পাওয়া যায়, যা উপরে দুই নং হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এই কয়েকটি নিদর্শনের বিপরীতে ২৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী আবু দাউদ (রঃ) সংকলিত হাদিস গ্রন্থে এই বিষয়ে ৬টি হাদিস পাই (উপরে বর্ণিত ৩ থেকে ৮ নং হাদিস), এর মধ্যে ৩ নং হাদিসে দেখা যায় যে, রাসুল (সাঃ) তাঁর একজন সাহাবীকে তার অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার না করে অন্য পন্থায় বুঝাতে বলেছেন। উপরে বর্ণিত ৪ থেকে ৬ নং হাদিস বিশ্লেষণ করে এটা বোঝা যায় যে, তিনটি হাদিসই আসলে একটি উদ্ধৃতিরই বিভিন্ন রকম বর্ণনা এবং সম্ভবতঃ একই উৎস থেকে এসেছে। এখানে একটু অনিশ্চয়তা রয়েছে যে, কোন মুআবিয়া এর মুল বর্ণনাকারী (আল কাশর বা ইবনে হাইদান)। তবে এই তিনটি হাদিসেই রাসুল (সাঃ) স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে স্ত্রীকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত ৭ম হাদিসের শুরুতে দেখাযায় যে, রাসুল (সাঃ) স্ত্রীদের প্রথমতঃ প্রহার করতে নিষেধ করেছেন, তারপর অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রহারের অনুমোদন দিয়েছেন এবং চুড়ান্ত ভাবে যারা স্ত্রীদের প্রহার করে তাদের তিরস্কার করেছেন (তারা তোমাদের মাঝে উত্তম নয়)। বর্ণিত ৮ম হাদিসটি স্বামীকে স্ত্রী প্রহারের সহজ অনুমতি দিয়েছে বলে অনুমিত হয়। বর্ণিত নয় নম্বর হাদীসটি তিরমিযি শরীফেও উদ্ধৃত আছে এবং এটি উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটিরই আরেক রকম বর্ণনা। এখানে অল্পকথায় অবাধ্য স্ত্রীকে শাসনের বিষয়ে সব পন্থা গ্রহণের কথা বলা আছে। স্ত্রীকে প্রহার বিষয়ে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত এই যে, এই প্রহার হতে হবে যথা সম্ভব মৃদু এবং তা শুধুমাত্র পর পুরুষকে বিছানায় নেয়ার মত ভয়াবহ অবাধ্যতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রীকে প্রহার সংক্রান্ত হাদীসগুলো স্পষ্টতঃ দু'ভাগে বিভক্ত; তিনটিতে স্ত্রীকে প্রহার করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তিনটিতে এ বিষয়ে অনুমতি দেয়া হয়েছে; যদিও এর মধ্যে একটিতে রাসূল (সঃ) দীর্ঘ আলোচনায় প্রথমে নিষেধ করে পরে অনুমোদন দিয়েছেন (উদ্ধৃত হাদীস ৭); আর দুটিতে (উদ্ধৃত হাদীস ২ এবং ৯) এই প্রহারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বলা হয়েছে। অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যাদাতা স্ত্রী প্রহার সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনার এই বৈপরীত্বের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তারা এর একটি ব্যাখ্যাও করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) প্রথমতঃ স্ত্রীকে প্রহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত নাযিলের পর তিনি তাঁর অবস্থান পূনর্বিবেচনা করেন। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে একটি হাদীসও পাওয়া যায়। ইমাম রাজী সংকলিত

www.pathagar.com

'তাফসীর আল কাবীর' এ উদ্ধৃত আছে যে, একজন মহিলা রাসুল (সাঃ) এর কাছে এই নালিশ নিয়ে আসলেন যে, তাঁর স্বামী তাঁকে চপেটাঘাত করেছেন; মহিলার মুখমন্ডলে তখনও আঘাতের চিহ্ন ছিল; এই ঘটনা দেখে রাসুল (সাঃ) প্রথমেই তাঁকে (মহিলা) পাল্টা আঘাত করতে বলেন। কিন্তু তারপরই বলেন যে, তিনি (রাসুল) এ বিষয়ে চিন্তা করে রায় দিবেন; পরে যখন সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, "আমরা (এ বিষয়ে) একরকম চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ ভিন্ন রকম চেয়েছেন এবং আল্লাহ যা চান তাই সর্বোত্তম", যদিও এই হাদিসে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তবুও হাদীসবিদগণ এই হাদীসটিকে দুর্বল হাদীস বলেছেন। কারণ প্রথমতঃ এই হাদীসটি একমাত্র হাসান আল বাসরী কর্তৃক বর্ণিত এবং একটি মুরসাল হাদীস (মুরসাল মানে এমন হাদীস যার সনদ অসম্পূর্ণ; যা রাসুল কর্তৃক বর্ণিত, কিন্তু রাসুল (সাঃ) -এর তাৎক্ষণিক সহচর যাকে তিনি একথা বলেছেন তার পরিচিতি নেই)। দ্বিতীয়তঃ এটা এই ঐতিহাসিক ধারনার পরিপন্থী যে রাসুল (সাঃ) -এর সকল সুন্নাহ ইলহাম সুত্রে প্রাপ্ত, কাজেই তাঁর সুন্নাহর পরিপন্থী আয়াত আসবার সম্ভাবনা নেই।

স্ত্রীকে প্রহার সংক্রান্ত আল্লাহর বিধান অনুধাবনে উপরে বর্ণিত ৯টি হাদীসের অর্থ, সময়কাল ও এ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতের শানে নুযুল পর্যালোচনা করে অনুসিদ্ধান্তে আসা কঠিন কিছু নয়। সহজতম সমাধান হচ্ছে যে, রাসুল (সাঃ) প্রথমতঃ স্ত্রীকে প্রহারের নিষেধ করেছেন, তারপর বাস্তবতার প্রয়োজনে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছেন (উদ্ধৃত হাদীস ৭)। সবই তিনি করেছেন নবী হিসেবে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং এর ধারাবাহিকতায় সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত নাযিল হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে যদি আমরা 'ইউদরিবু' শব্দের অর্থ ধরি 'প্রহার' তাহলে সূরা নিসার ৩৪ আয়াতের যে শিক্ষা গত কয়েক শতক থেকে অনেকে নিচ্ছে তা সুন্নাহর চেতনার সাথে এভাবে মিলে যায় যে, এই আয়াত নাযিল হয়েছে স্ত্রীকে প্রহার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত রাসুলের বিধান রাসুলেরই অন্য বিধান দিয়ে রদ হয়ে যাবার পর। ইমাম শাফী এই মতের সমর্থক এবং তিনি এই ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে উপরে বর্ণিত ৭নং হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। 'তাফসীর আল কাবির' এ ইমাম শাফীর এই মত উদ্ধৃত আছে। এখানে তিনি শুধুমাত্র বর্ণিত ৭নং হাদীসের ভিত্তিতেই রায় দিয়েছেন। ২ এবং ৯ নং হাদীস তিনি বিবেচনায় নেননি। এতে মনে হয়, হয়তোবা তাঁর হাদীসদুটো তখন তাঁর সামনে আসেনি অথবা তাঁর উক্ত হাদীস দুটোতে কম আস্থা ছিল।

বর্ণিত ৯টি হাদীসই সুন্নী মুসলিমদের কাছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। এর মাঝে সহীহ বুখারী এবং মুসলিম সর্বোচ্চ দুটো সম্মানিত সংকলন হিসেবে স্বীকৃত এবং মুসলিমরা এই দুটো সুত্রের হাদীস নিঃশংসয়ে নির্বিধায় অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে। তিরমিযি এবং আবু দাউদ শরীফ যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ মর্যাদাসম্পন্ন সংকলন হিসেবে স্বীকৃত; যদিও দুটোতেই কিছু দুর্বল ও প্রশ্নবিদ্ধ হাদীস আছে বলে মনে করা

www.pathagar.com

হয়। সনদের ভিত্তিতে এই সংকলনগুলোতে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ সম্পর্কে নেতিবাচক কোন মন্তব্য জেফরি লাং কোন ইসলামী পন্ডিতের লেখায় খুঁজে পাননি। অবশ্য জেফরি এই মন্তব্যও করেছেন যে, এর মানে এই নয় যে, বর্ণিত সংকলনগুলোর হাদীসের কোন সমালোচনা হয়নি বরং এই যে তা জেফরির চোখে পড়েনি।

এখানে একটি বিষয় গভীর বিবেচনার অবকাশ রাখে যে, হাদীস সমালোচকরা হাদীসের অকাট্যতা প্রমাণে শুধু এর সনদের যথার্থতাই যাচাই করেছেন; কিন্তু হাদীসের টেক্সট পরীক্ষাও হাদীস যাচাইয়ের উত্তম পন্থা হতে পারতো। এটা মনে করা হয় যে, রাসুল (সাঃ) এর নিকটতর সময়ে উম্মাহর মাঝে যে চর্চা ছিল তা-ই প্রকৃত সুন্নাহর বেশী কাছাকাছি। তাহলে কোন অনুশাসন যদি মুসলমানদের প্রথম কয়েক প্রজন্মের মাঝে চালু থাকে, তখন তা বিশ্বাস করা কঠিন যে, খোদ রাসুল (সাঃ) থেকে উদ্ভূত না হলে সেটা বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কথা নয়। আমরা এটাও অনুধাবন করি যে, স্ত্রীকে প্রহার সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত উদ্ধৃত রাসুল (সাঃ) এর হাদীসগুলো রাসুলের স্পষ্ট ও অকাট্য নির্দেশ। এখানে এটা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী সভ্যতা প্রসারের প্রথম দুই শতক ইসলাম এমন সব জনপদে বিস্তৃত হয়, যেখানে আগে থেকেই মেয়েদের অবস্থান অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণভাবে নীচে ছিল। তখন মেয়েদের বিয়ের গড় বয়সও এত কম থাকতো যে, একজন স্বামীর কাছে প্রায়ই স্ত্রীর বাস্তব মর্যাদা শিশুর চেয়ে বেশী ছিল না। বয়সের কারণে বাস্তবিকভাবেই একজন স্ত্রী শিশুর চেয়ে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বড় কিছু ছিল না। তার সামাজিক অবদান ছিল স্বামীর সন্তান জন্ম দেয়া, প্রতিপালন করা ও স্বামীকে দৈহিক সংগ দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই স্ব-স্ব স্বামীর নিয়ন্ত্রণভুক্ত হবেন এটাই বাস্তবতা। জামাল বাদাবী তাঁর "The Status of Women in Islam" বইয়ের ৫ থেকে ১০ পাতায় একথা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, তেমন সমাজে স্বামীকে স্ত্রী-শাসনে অনুমতি দেয়াটা খুব অবাস্তব নয়।

এমনটি ইসলামের আবির্ভাবের আগে যেখানে নারীদের তথাকথিত স্বাধীনতা (পোষাকের/চলাফেরার) ছিল, সেখানেও মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা ছিল বেশ নীচে। তদানীন্তন আরব পিতৃতন্ত্র তাদের চিহ্নিত করেছে বিচারশক্তিহীন, তুচ্ছ, হালকা এবং শিশুদের মত খেলনা জমানোকারী অথবা শুধুমাত্র নিজ সৌন্দর্যচর্চায় মত্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কোরআনে নারী সম্পর্কে তৎকালীন সামাজিক দুটো চিত্র পাওয়া যায়। যথা ঃ "আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টিকুল হতে নিজের জন্য শুধু কন্যাদেরই বাছাই করে নিয়েছেন? আর তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন? অথচ অবস্থা এই যে, এহেন দয়াবান খোদার সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের (কন্যাসন্তান) জন্মের সুসংবাদ যখনই এই লোকদের মধ্যে কাউকে দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়, আর তা দুশ্চিন্তায় ভরে যায়। আল্লাহর ভাগে কি সেই সন্তানরা আসল যাদেরকে অলংকারে প্রতিপালিত করা হয়, আর বিতর্কিত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্যও স্পষ্ট করে বলতে পারে না (আল কোরআন ৪৩:১৬-১৮)"।

www.pathagar.com

"এরা খোদার জন্য কন্যা সন্তান আরোপ করে। সুবহানাল্লাহ! এটা থেকে তিনি পবিত্র ও মহান! এদের জন্য হবে তা (পুত্র সন্তান) যা এরা নিজেরা চাইবে" (আল কোরআন ১৬ঃ৫৭)।

কোরআনের এই দুই উদ্ধৃতিতেই আমরা নারী সম্পর্কে তদানিন্তন সমাজের নেতিবাচক আচরণের দুটো চরম বহিঃপ্রকাশ দেখছি। একদিকে নিজের কন্যা সন্তান হলে তারা রাগান্বিত হচ্ছে, অন্যদিকে আল্লাহর ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করছে, আর সর্বদাই নিজ সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন করছে।

সেই সময়ের নারীবিদ্বেষী সমাজ নারীকে পুরুষের সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করেছে। গোত্রগুলো পরস্পরকে আক্রমন করত ভোগ্য পণ্যের মত নারীদের লুট করার জন্য। "দাসীদের মালিকরা তাদের দাসীদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি করাতো" (আল কোরআন ২৪ঃ৩৩)। একজন পুরুষ অগণিত স্ত্রী এবং দাসী রাখতে পারতো। "পুরুষ পথে ঘাটে নারীর সম্ভ্রব এর উপর আঘাত হানতো" (আল কোরআন ৩৩ঃ৫৯, ২৪ঃ৬০)। মেয়েরাও তাদের ছেলেদের কাছে আকর্ষণীয় ও লোভনীয়ভাবে উপস্থাপনে ব্যস্ত থাকতো, যে কারণে কোরআনে তাদের অশালীন পোষাক, বেহায়া ও অসংযত আচরণ এর ব্যাপারে সর্তক করা হয়েছে (আল কোরআন ২৪ঃ৩১, ২৪ঃ৫৮-৬০, ৩৩ঃ৫৮-৬০)। এসব আয়াত এটাই বোঝায় যে, মেয়েরাও তাদের পুরুষের যৌনলালসার খোরাক যোগানো ছাড়া আর বৃহত্তম কোন কর্তব্যের চিন্তা করতে পারছিল না। নারীকে পণ্য আকারে ব্যবহারের চরমতম দৃষ্টান্ত তার সাথে 'জিহার' করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যে ব্যবস্থায় পুরুষ নারীকে পৃথক করতো, কিন্তু তাকে স্বাধীনভাবে (তালাকের মতো) তার বাড়ীত্যাগ অথবা পুনর্বিবাহের সুযোগ দিতো না। শুধূমাত্র 'তুমি আমার মায়ের পশ্চাদ্দেশের মতো' একথা বলে একজন তার স্ত্রী থেকে দায়মুক্ত হতো। আবার নিজের অব্যবহৃত স্ত্রী'কে অন্য কারো জন্য উন্মুক্ত না করে নিজের দখলেই রাখতো। এটা এত বিস্তৃত ছিলো যে, কোরআন দুই আয়াতে এ বিষয়ে ধিক্কার দিয়েছে।

"তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করো, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নন। তাদের মা তো তারা যারা তাদের জন্ম দিয়েছেন। এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে।(আল কোরআন ৫৮ঃ২)"।

"আল্লাহ কোন ব্যক্তির দেহে দুটি দিল রাখেননি। তিনি তোমাদের সেই স্ত্রী'দের তোমাদের মা বানিয়ে দেন নি যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করো (আল কোরআন ৩৩ঃ৪)"।

প্রাচীন আরবের নারীবিদ্বেষী সংস্কৃতির আরও উদাহরণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। সেসব এটাই প্রমাণ করে যে, তদানীন্তন সমাজ নারীর দুরবস্থার নিরসনে একেবারেই নিশ্চেষ্ট দিল। সমাজের এই অবস্থা আমাদের পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে যে, নারীর প্রতি চরম নেতিবাচক এক অবস্থায় স্ত্রী-শাসনের সেই বিধান ইসলাম মেনে

www.pathagar.com

নিতে পারে। তবে আমরা অকাট্যভাবে এটাই দেখি যে, রাসুল (সাঃ) তেমন সমাজে নারীকে রক্ষার এবং তার উন্নয়নের সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাঁর সেই ধারাকে অব্যাহত রাখাই সুন্নাতের অনুসরণের দাবী।

এই অবস্থায় আমরা উপরে বর্ণিত সাত নং হাদীস যাতে স্ত্রীকে প্রহারকারীদের র্ভৎসনা করা হয়েছে এবং দুই ও নয় নং হাদীস যাতে চরম অবস্থায় মৃদু প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে তার পুণর্মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা কি বলতে পারি না যে, প্রহারের বিষয়টি বর্তমান যুগের সাপেক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ বা ইসলামের কালোত্তীর্ণ চেতনার বিপরীতে? চরম নারী বিদ্বেষী পুরুষের কাছেও মুখমন্ডলে স্বামীর প্রহারের চিহ্নধারী কোন নারীর দর্শন লাভ অনাকাঙ্খিত ঠেকবে। কেউ যুক্তি দেবেন যে, নারীর প্রতি ন্যুনতম নির্যাতন প্রতিরোধ করতে সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষেধ করা পুরুষের কর্তৃত্বশীল হবার ধারণার পরিপন্থী। কিন্তু এই যুক্তি আবার ইসলামের কল্যাণধর্মী প্রগতিশীল চেতনার পরিপন্থী।

এটা সত্য যে, উদ্ধৃত সপ্তম হাদীসে স্ত্রীকে প্রহারের ব্যাপারে যে র্ভৎসনা করা হয়েছে, তা সপ্তম শতকের আরব সমাজের সাপেক্ষে অনেক উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। আবার মৃদু প্রহারের অনুমতি দিয়ে তৎকালীন আদিম সমাজে ইসলামের মানবিক বিধানকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করিয়ে পরবর্তীতে প্রহারে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার প্রস্তুতি হিসেবে ধরা যেতে পারে (মদপান ও দাস প্রথার অবসানে যেই ধারা অনুসৃত হয়েছে)। অনেকে হয়তো এই যুক্তি দেখাবেন যে, রাসুলের শেষ কথায় (বিদায় হজ্বের ভাষণে) স্ত্রীকে প্রহার না করার বিষয়ে তাঁর পূর্বের আদেশ রদ করা হয়েছে বিধায় ধরে নেয়া যেতে পারে যে, প্রয়োজনে স্ত্রীকে প্রহার করা যায়। কিন্তু একথা খেয়াল রাখতে হবে যে, রাসুলের এই অনিচ্ছাকৃত অনুমোদনের যথেচ্ছ ব্যবহার পরবর্তীতে মুসলিম সমাজে এক ভারসাম্যহীন পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। এই পুরুষতন্ত্রের পক্ষের সবাই রাসুলের মাত্র উক্ত দুটো হাদীসের অনুমোদনকে ব্যবহার করে, যদিও আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে, হাদীস দুটোর সনদ নিশ্চিত হলেও এর মতন পুনঃপরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এখন পর্যন্ত আমরা উপরে উল্লেখিত ৮নং হাদীস নিয়ে আলোচনা করিনি। একমাত্র ঐ হাদীসটিই ঢালাওভাবে স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দেয় বলে মনে হয়। ইসলাম-বিরোধী যত ওয়েবসাইট আছে তাদের সবার কাছে এই হাদীসটি হটকেক এর মত ব্যবহৃত হয়। আর আশ্চর্যের বিষয় ইসলামী পন্ডিতদের ইসলামে নারী অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় ঐ হাদীসটির উল্লোখ প্রায় নেই বললেই চলে (তাহলে কি ধরে নেয়া যায় যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ উক্ত হাদীসের নির্ভূলতার ব্যাপারে অনিশ্চিত)। ষ্ট্যাটিষ্টিকস এর ভাষায় নারীর প্রতি কোমল আচরণ রাসুলের পুরো জীবনভর দৃষ্টান্ত, তাঁর নিজের ব্যবহার, কথা, কাজ, ও অনুমোদনের তুলনায় এই হাদীসটিকে একটি ব্যতিক্রম (Outlier) হিসেবে ধরা যায়। কাজেই কোরআন এবং রাসুলের সীরাতের সার্বিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এই হাদীসটির যথাযথভাবে রেকর্ড হয়েছে বলে জেফরি লাং

www.pathagar.com

সন্দিহান। উদ্ধৃত ২ এবং ৯ নং হাদীস রাসুল (সাঃ) এর বিদায় হজ্বের ভাষণের অন্ত র্ভুক্ত। যদি এই হাদীস দুটোতে বর্ণিত স্ত্রীকে প্রহারের বিষয় মেনে নেয়া হয়, তাহলে সূরা নিসার ৩৪নং আয়াতে "ইউদরিবু" শব্দের অর্থ 'উপেক্ষা করা' গ্রহণযোগ্য হয় না। এই দুই হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসুল (সাঃ) মুসলমানদের সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের অনুসরণে স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যদি তারা ঐ কাজ করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করতে পারো, তবে নির্দয়/কঠিন ভাবে নয়", এ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, এখানে 'দারাবা' শব্দের অর্থ প্রহার বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই হাদীস দুটোর (যদিও বিদায় হজ্বের ভাষণ ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত) 'মতন' বিষয়ে জেফরি লাং অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কারণ এই হাদীস দুটোতে রাসুল (সঃ) স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, এ ধরনের শাস্তি দেয়া হবে তখনই যখন স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিছানায় নেবে। এখন 'বিছানায় অন্য পুরুষ নেয়া' মানে একটাই হতে পারে যে, অন্য পুরুষের সাথে ব্যাভিচার করা। যদি তাই হয় তাহলে একজন ব্যাভিচারী স্ত্রীর সাথে কোমল ব্যবহারের একটি ধারাক্রম আমরা পাই (যা আধুনিক যুগের জন্যও উদার মনে হতে পারে!)। তা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীকে ব্যাভিচারে লিপ্ত (বিছানায় অন্য পুরুষের সাথে দেখলে) প্রথমে তাকে মৃদু র্ভৎসনা করবে। এতে সে সংশোধন না হলে তার সাথে বিছানা পৃথক করবে। তাতেও সে সংযত না হলে মৃদুভাবে তাকে প্রহার করবে, অতঃপর সে তার অসংযত আচরণ থেকে সরে আসলে তাকে আর কিছুই করবে না (মাফ করে দেবে); কিন্তু এতসব কিছুর পরও স্ত্রী সংশোধিত না হলে দুই পক্ষের আত্মীয় ডেকে সালিশ করবে। হাদীসের 'মতনে'র এই ত্রুটি লক্ষ্যনীয়, কারণ যেখানে জ্বেনাকারী বিবাহিত বা অবিবাহিত উভয়ের জন্য রাসুলের (সঃ) শরীয়ত স্পষ্ট ভাবে সাজার জন্য বিধান আছে, সেখানে তিনি জ্বেনাকারী স্ত্রীকে সংশোধনের এই ধারাক্রম দিতে পারেন না। এটা ব্যাভিচারীকে প্রদত্ত কোরআনের সাজার বিধানেরও পরিপন্থী। কাজেই এখানেও রাসুলের (সঃ) ভাষণ রেকর্ডে কোন শব্দগত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়।

অতঃপর আমরা বর্ণিত ৭নং হাদীসটি নিয়ে আরো আলোচনা করতে পারি। এটা ইমাম শাফি'র 'মুসনাদ', আবু দাউদ, ইবনে মাজা, এবং আল হাকীম-এর সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে। মহিউদ্দিন আন নাওয়াবী এটাকে সহীহ হাদীস হিসেবে তাঁর সংকলন 'রিয়াদুস সালেহীন' গ্রন্থে এবং আল-শুতি তাঁর 'আল-জামি আল সাগীর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কে নারীদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তাবক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যদিও তিনি একজন আপোষহীন, সাহসী হিসেবে খ্যাত, তবুও এই হাদীসে নারীর উপর কঠোরতা আরোপের জন্য তাঁকে দায়ী করতে কেমন বেসুরো ঠেকে। কারণ এই হাদীসেরই শেষাংশে রাসুল (সঃ) যারা স্ত্রীদের প্রতি সহিংস আচরণ করেছেন, তাদের মুসলিম সমাজের 'অভিজাত' দের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই কেউ এই তালিকা থেকে হযরত ওমর এর মত খলিফাকে বাদ দেবেন না। এতটুকু অসঙ্গতি ছাড়া এই হাদীসের 'মতনে' আর কিছু সন্দেহজনক চোখে পড়ে না।

www.pathagar.com

যদিও এসব হাদীসের 'মতন' সংক্রান্ত পরীক্ষা কমই হয়েছে, তবুও আমরা বলবো এর পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাও সহজে কোন ঐক্যবদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত নাও দিতে পারে। কারণ উম্মাহর বড় অংশ এখনও 'সনদ' এর ভিত্তিতে এদের যথার্থতার অনুসরণই করতে চাইবেন। তবে এর ভিত্তিতে এটা বলা যাবে না যে, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানরা এই অপবাদ নিয়েই অবস্থান করবেন যে, তাদের ধর্মে স্ত্রী প্রহার অনুমোদিত। বরং ইসলামী আইনের সকল ব্যাখ্যাতাই (প্রাচীন ও বর্তমান যুগের) এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে একমত যে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্দয়ভাবে প্রহার বেআইনী। অধিকাংশ আইনবিদ শুধুমাত্র নৈতিক সঙ্খলন (ব্যভিচার) এর জন্য স্ত্রীকে মৃদু প্রহারের অনুমতি দেন (যদিও তা এড়িয়ে থাকতেই উৎসাহিত করেন)। মুসলিম পন্ডিতরা এটাও বলেন যে, এই মৃদু প্রহার অবশ্যই মুখমন্ডলে করা যাবে না এবং এমন ভাবে করা যাবে না যা কোন চিহ্ন রাখে, যদিও এতটুকু উত্তর সমসাময়িক মানবাধিকার আইনে 'স্ত্রী নির্যাতন' (Spouse Abuse) বিরোধী ধারাকে ধুয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি প্রতিকী প্রহারের অনুমোদনকেও অনেকে নারীর (স্ত্রীর) উপর পুরুষের (স্বামীর) অধিপত্যের অনুমোদন বলেই মনে করবেন।

সবশেষে জেফরি লাং এ বিষয়ে তাঁর নিজের মত দিয়েছেন এভাবে যে, তিনি মনে করেন সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে 'ইউদরিবু' শব্দের অর্থ 'তাদের উপেক্ষা করা' বা 'এড়িয়ে চলা' হওয়া উচিত। কারণ এটা পুরো আয়াতে বর্ণিত অবাধ্য স্ত্রী বশীকরণ পন্থায় ধারাক্রমের সাথে মিলে। অন্যথায় একজনকে প্রহারের পর তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যস্থতায় সালিশ বিষয়টি অবাস্তব মনে হয়। এছাড়াও এ সংক্রন্ত সকল হাদীস ও রাসুলের সিরাত পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, রাসুল (সঃ) নারীর প্রতি কত কোমল ছিলেন। বর্ণিত হাদীসগুলোর অধিকাংশ স্ত্রীকে প্রহারের বিপক্ষে বলেছে। একমাত্র যে হাদীস 'স্ত্রী' প্রহারে স্বামীকে ঢালাও অনুমতি দিয়েছে তার 'মতন' কোরআন ও সুন্নাহর সার্বিক শিক্ষার পরিপন্থী। হতে পারে পারিপার্শ্বিক সমাজের অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে মুসলমানরা হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো। যেমনটি নারীর মসজিদে গমনসহ আরো অনেক অধিকার হরণের ক্ষেত্রে হয়েছে। কালোত্তীর্ণ, যুগোত্তীর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের প্রায়োগিকতার ধারাবাহিকতা রক্ষায় 'দারাবা' শব্দের প্রকৃত অর্থে উপনীত হওয়া জরুরী। (তথ্য সূত্রঃ Jeffery Lang, Losing My Religion : A Call For Help, Amana Publications, Belsville, Maryland, USA, 2004 pp 425-442)

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিত মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলাইমান তাঁর Marital Discord গ্রন্থেও একই মত প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী # ০৪, সড়ক # ০২, সেক্টর # ০৯
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

www.pathagar.com